কাহিনী।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রণীত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

২৯ ফাল্গুন, ১৩০৬ সাল।

মূল্য ১৲ টাকা।

VK
NATIONAL LIBRARY
No. Imp. 4127
DATE 8/9/09
CALCUTTA

সাদর উৎসর্গ।

শ্রীলশ্রীযুক্ত রাধাকিশোর দেবমাণিক্য

মহারাজ ত্রিপুরেশ্বর

করকমলে।

২০শে ফাল্গুন,

১৩০৬।

কাহিনী।

গান্ধারীর আবেদন।

দুর্য্যোধন।

প্রণমি চরণে তাত!

ধৃতরাষ্ট্র।

ওরে দুরাশয়

অভীষ্ট হয়েছে সিদ্ধ?

দুর্য্যোধন।

লভিয়াছি জয়!

ধৃতরাষ্ট্র।

এখন হয়েছ সুখী?

দুর্য্যোধন।

হয়েছি বিজয়ী!

ধৃতরাষ্ট্র।

অখণ্ড রাজত্ব জিনি সুখ তোর কই
রে দুর্ম্মতি?

দুর্য্যোধন।

সুখ চাহি নাই মহারাজ !
জয় ! জয় চেয়েছিনু, জয়ী আমি আজ !
ক্ষুদ্র সুখে ভরেনাক ক্ষত্রিয়ের ক্ষুধা
কুরুপতি,—দীপ্তজ্বালা অগ্নিঢালা সুধা
জয়রস—ঈর্ষ্যাসিন্ধু মন্থন সঞ্জাত—
সদ্য করিয়াছি পান,—সুখী নহি, তাত,
অদ্য আমি জয়ী ! পিতঃ, সুখে ছিনু, যবে
একত্রে আছিনু বদ্ধ পাণ্ডবে কৌরবে,
কলঙ্ক যেমন থাকে শশাঙ্কের বুকে
কর্ম্মহীন গর্ব্বহীন দীপ্তিহীন সুখে !
সুখে ছিনু, পাণ্ডবের গাণ্ডীব টঙ্কারে
শঙ্কাকুল শত্রুদল আসিতনা দ্বারে,
সুখে ছিনু, পাণ্ডবেরা জয়দৃপ্ত করে
ধরিত্রী দোহন করি, ভ্রাতৃপ্রীতিভরে
দিত অংশ তার—নিত্য নব ভোগসুখে
আছিনু নিশ্চিন্ত চিত্তে অনন্ত কৌতুকে !
সুখে ছিনু, পাণ্ডবের জয়ধ্বনি যবে
হানিত কৌরব-কর্ণ প্রতিধ্বনিরবে ;
পাণ্ডবের যশোবিম্ব-প্রতিবিম্ব আসি
উজ্জ্বল অঙ্গুলি দিয়া দিত পরকাশি'
বিনীত- কৌরবকক্ষ ! সুখে ছিনু পিতঃ

আপনার সর্ব্বতেজ করি নির্ব্বাপিত
পাণ্ডব-গৌরবতলে স্নিগ্ধশান্তরূপে
হেমন্তের ভেক যথা জড়ত্বের কূপে!
আজি পাণ্ডুপুত্রগণে পরাভব বহি
বনে যায় চলি,—আজ আমি সুখী নহি,
আজ আমি জয়ী!

ধৃতরাষ্ট্র।

ধিক্ তোর ভ্রাতৃদ্রোহ!
পাণ্ডবের কৌরবের এক পিতামহ
সে কি ভুলে গেলি?

দুর্য্যোধন।

ভুলিতে পারিনে সে যে,—
এক পিতামহ তবু ধনে মানে তেজে
এক নহি!—যদি হ'ত দূরবর্ত্তী পর
নাহি ছিল ক্ষোভ; শর্ব্বরীর শশধর
মধ্যাহ্নের তপনেরে দ্বেষ নাহি করে,—
কিন্তু প্রাতে এক পূর্ব্ব-উদয়-শিখরে
দুই ভ্রাতৃ-সূর্য্যলোক কিছুতে না ধরে!
আজ দ্বন্দ্ব ঘুচিয়াছে, আজি আমি জয়ী,
আজি আমি একা!

ধৃতরাষ্ট্র।

ক্ষুদ্র ঈর্ষ্যা! বিষময়ী
ভুজঙ্গিনী!

দুর্য্যোধন।

ক্ষুদ্র নহে, ঈর্ষ্যা সুমহতী!
ঈর্ষ্যা বৃহতের ধর্ম্ম! দুই বনস্পতি
মধ্যে রাখে ব্যবধান,—লক্ষ লক্ষ তৃণ
একত্রে মিলিয়া থাকে বক্ষে বক্ষে লীন;
নক্ষত্র অসংখ্য থাকে সৌভ্রাত্র্য-বন্ধনে,—
এক সূর্য্য এক শশী! মলিন কিরণে
দূর বন-অন্তরালে পাণ্ডু চন্দ্রলেখা
আজি অস্ত গেল,—আজি কুরুসূর্য্য একা,
আজি আমি জয়ী!

ধৃতরাষ্ট্র।

আজি ধর্ম্ম পরাজিত।

দুর্য্যোধন।

লোকধর্ম্ম রাজধর্ম্ম এক নহে পিতঃ!
লোকসমাজের মাঝে সমকক্ষজন
সহায় সুহৃদ্রূপে নির্ভর বন্ধন,—
কিন্তু রাজা একেশ্বর, সমকক্ষ তার
মহাশত্রু, চিরবিঘ্ন, স্থান দুশ্চিন্তার,

সম্মুখের অন্তরাল, পশ্চাতের ভয়,
অহর্নিশি যশঃশক্তিগৌরবের ক্ষয়,
ঐশ্বর্য্যের অংশ-অপহারী! ক্ষুদ্রজনে
বলভাগ করে লয়ে বান্ধবের সনে
রহে বলী; রাজদণ্ডে যত খণ্ড হয়
তত তার দুর্ব্বলতা, তত তার ক্ষয়!
একা সকলের ঊর্দ্ধে মস্তক আপন
যদি না রাখিবে রাজা, যদি বহুজন
বহুদূর হতে তাঁর সমুদ্ধত শির
নিত্য না দেখিতে পায় অব্যাহত স্থির,
তবে বহুজন পরে বহুদূরে তাঁর
কেমনে শাসন দৃষ্টি রহিবে প্রচার?
রাজধর্ম্মে ভ্রাতৃধর্ম্ম বন্ধুধর্ম্ম নাই,
শুধু জয়ধর্ম্ম আছে, মহারাজ, তাই
আজি আমি চরিতার্থ, আজি জয়ী আমি,—
সম্মুখের ব্যবধান গেছে আজি নামি'
পাণ্ডব গৌরবগিরি পঞ্চচূড়াময়!

ধৃতরাষ্ট্র।

জিনিয়া কপটদ্যূতে তারে কোস্ জয়?
লজ্জাহীন অহঙ্কারী!

দুর্য্যোধন।

যার যাহা বল

তাই তার অস্ত্র পিতঃ, যুদ্ধের সম্বল!
ব্যাঘ্রসনে নখেদন্তে নহিক সমান
তাই বলে' ধনুঃশরে বধি তার প্রাণ
কোন্ নর লজ্জা পায়? মূঢ়ের মতন
ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুমাঝে আত্মসমর্পণ
যুদ্ধ নহে,—জয়লাভ এক লক্ষ্য তার,—
আজি আমি জয়ী পিতঃ, তাই অহঙ্কার!

ধৃতরাষ্ট্র।

আজি তুমি জয়ী তাই তব নিন্দাধ্বনি
পরিপূর্ণ করিয়াছে অম্বর অবনী
সমুচ্চ ধিক্কারে!

দুর্য্যোধন।

নিন্দা! আর নাহি ডরি,
নিন্দারে করিব ধ্বংস কণ্ঠরুদ্ধ করি!
নিস্তব্ধ করিয়া দিব মুখরা নগরী
স্পর্দ্ধিত রসনা তার দৃঢ়বলে চাপি
মোর পাদপীঠতলে! "দুর্য্যোধন পাপী"
"দুর্য্যোধন ক্রূরমনা" "দুর্য্যোধন হীন"
নিরুত্তরে শুনিয়া এসেছি এতদিন,
রাজদণ্ড স্পর্শ করি কহি মহারাজ
আপামর জনে আমি কহাইব আজ

"দুর্য্যোধন রাজা!—দুর্য্যোধন নাহি সহে
রাজনিন্দা-আলোচনা, দুর্য্যোধন বহে
নিজহস্তে নিজনাম!"

ধৃতরাষ্ট্র।

ওরে বৎস, শোন্!
নিন্দারে রসনা হতে দিলে নির্ব্বাসন
নিম্নমুখে অন্তরের গূঢ় অন্ধকারে
গভীর জটিল মূল সুদূরে প্রসারে,
নিত্য বিষতিক্ত করি রাখে চিত্ততল!
রসনায় নৃত্য করি' চপল চঞ্চল
নিন্দা শ্রান্ত হয়ে পড়ে,—দিয়ো না তাহারে
নিঃশব্দে আপন শক্তি বৃদ্ধি করিবারে
গোপন হৃদয়দুর্গে! প্রীতিমন্ত্রবলে
শান্ত কর বন্দী কর নিন্দা সর্পদলে
বংশীরবে হাস্যমুখে!—

দুর্য্যোধন।

অব্যক্ত নিন্দায়
কোন ক্ষতি নাহি করে রাজ মর্য্যাদায়,
ভ্রূক্ষেপ না করি তাহে! প্রীতি নাহি পাই
তাহে খেদ নাহি—কিন্তু স্পর্দ্ধা নাহি চাই
মহারাজ!—প্রীতিদান স্বেচ্ছার অধীন,—

প্রীতিভিক্ষা দিয়ে থাকে দীনতম দীন,—
সে প্রীতি বিলাক্ তারা পালিত মার্জ্জারে,
দ্বারের কুক্কুরে, আর পাণ্ডবভ্রাতারে,
তাহে মোর নাহি কাজ! আমি চাহি ভয়
সেই মোর রাজপ্রাপ্য,—আমি চাহি জয়
দর্পিতের দর্প নাশি'! শুন নিবেদন
পিতৃদেব,—এতকাল তব সিংহাসন
আমার নিন্দুকদল নিত্য ছিল ঘিরে,
কণ্টক তরুর মত নিষ্ঠুর প্রাচীরে
তোমার আমার মধ্যে রচি ব্যবধান;
শুনায়েছে পাণ্ডবের নিত্য গুণগান
আমাদের নিত্য নিন্দা,—এই মতে পিতঃ
পিতৃস্নেহ হতে মোরা চির নির্ব্বাসিত।
এই মতে পিতঃ মোরা শিশুকাল হতে
হীনবল,—উৎসমুখে পিতৃস্নেহ স্রোতে
পাষাণের বাধা পড়ি মোরা পরিক্ষীণ
শীর্ণ নদ, নষ্টপ্রাণ, গতিশক্তিহীন,
পদে পদে প্রতিহত; পাণ্ডবেরা স্ফীত
অখণ্ড অবাধগতি;—অদ্য হতে পিতঃ
যদি সে নিন্দুকদলে নাহি কর দূর
সিংহাসনপার্শ্ব হতে, সঞ্জয় বিদুর
ভীষ্ম পিতামহে,—যদি তারা বিজ্ঞবেশে

হিতকথা ধর্ম্মকথা সাধু উপদেশে
নিন্দায় ধিক্কারে তর্কে নিমেষে নিমেষে
ছিন্ন ছিন্ন করি দেয় রাজকর্ম্মডোর,
ভারাক্রান্ত করি রাখে রাজদণ্ড মোর,
পদে পদে দ্বিধা আনে রাজশক্তিমাঝে,
মুকুট মলিন করে অপমানে লাজে,
তবে ক্ষমা দাও পিতৃদেব,—নাহি কাজ
সিংহাসন কণ্টকশয়নে,—মহারাজ
বিনিময় করে লই পাণ্ডবের সনে
রাজ্য দিয়ে বনবাস, যাই নির্ব্বাসনে!

ধৃতরাষ্ট্র।

হায় বৎস অভিমানী! পিতৃস্নেহ মোর
কিছু যদি হ্রাস হত শুনি সুকঠোর
সুহৃদের নিন্দাবাক্য,—হইত কল্যাণ!
অধর্ম্মে দিয়েছি যোগ, হারায়েছি জ্ঞান,
এত স্নেহ! করিতেছি সর্ব্বনাশ তোর,
এত স্নেহ! জ্বালাতেছি কালানল ঘোর
পুরাতন কুরুবংশ-মহারণ্যতলে,—
তবু পুত্র দোষ দিস্ স্নেহ নাই বলে!
মণিলোভে কালসর্প করিলি কামনা,
দিনু তোরে নিজহস্তে ধরি তার ফণা

অন্ধ আমি !—অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে
চিরদিন,—তোরে লয়ে প্রলয় তিমিরে
চলিয়াছি,—বন্ধুগণ হাহাকার-রবে
করিছে নিষেধ,—নিশাচর গৃধ্রসবে
করিতেছে অশুভ চিৎকার,—পদে পদে
সঙ্কীর্ণ হতেছে পথ,—আসন্ন বিপদে
কণ্টকিত কলেবর,—তবু দৃঢ়করে
ভয়ঙ্কর স্নেহে বক্ষে বাঁধি লয়ে তোরে
বায়ুবলে অন্ধবেগে বিনাশের গ্রাসে
ছুটিয়া চলেছি মূঢ় মত্ত অট্টহাসে
উল্কার আলোকে,—শুধু তুমি আর আমি,—
আর সঙ্গী বজ্রহস্ত দীপ্ত অন্তর্যামী,—
নাই সম্মুখের দৃষ্টি, নাই নিবারণ
পশ্চাতের, শুধু নিম্নে ঘোর আকর্ষণ
নিদারুণ নিপাতের !—সহসা একদা
চকিতে চেতনা হবে, বিধাতার গদা
মুহূর্ত্তে পড়িবে শিরে,—আসিবে সময়,
ততক্ষণ পিতৃস্নেহে কোরোনা সংশয়,
আলিঙ্গন কোরোনা শিথিল,—ততক্ষণ
দ্রুত হস্তে লুটি লও সর্ব্ব স্বার্থধন,
হও জয়ী, হও সুখী, হও তুমি রাজা
একেশ্বর !—ওরে তোরা জয়বাদ্য বাজা !

জয়ধ্বজা তোল্ শূন্যে! আজি জয়োৎসবে
ন্যায় ধর্ম্ম বন্ধু ভ্রাতা কেহ নাহি রবে,—
না র'বে বিদুর ভীষ্ম, না র'বে সঞ্জয়,
নাহি রবে লোকনিন্দা লোকলজ্জা ভয়,
কুরুবংশ-রাজলক্ষ্মী নাহি রবে আর,
শুধু রবে অন্ধ পিতা, অন্ধ পুত্র তার
আর কালান্তক যম,—শুধু পিতৃস্নেহ
আর বিধাতার শাপ—আর নহে কেহ!

চরের প্রবেশ।

চর।

মহারাজ, অগ্নিহোত্র, দেব উপাসনা,
ত্যাগ করি বিপ্রগণ, ছাড়ি সন্ধ্যার্চ্চনা,
দাঁড়ায়েছে চতুষ্পথে, পাণ্ডবের তরে
প্রতীক্ষিয়া;—পৌরগণ কেহ নাহি ঘরে,
পণ্যশালা রুদ্ধ সব; সন্ধ্যা হল তবু
ভৈরব মন্দির মাঝে নাহি বাজে প্রভু
শঙ্খঘণ্টা সন্ধ্যাভেরী, দীপ নাহি জ্বলে;—
শোকাতুর নরনারী সবে দলে দলে
চলিয়াছে নগরের সিংহদ্বার পানে
দীন বেশে সজল নয়নে।

দুর্য্যোধন।

নাহি জানে,
জাগিয়াছে দুর্য্যোধন! মূঢ় ভাগ্যহীন!
ঘনায়ে এসেছে আজি তোদের দুর্দ্দিন!
রাজায় প্রজায় আজি হবে পরিচয়
ঘনিষ্ঠ কঠিন! দেখি কতদিন রয়
প্রজার পরম স্পর্দ্ধা,—নির্ব্বিষ সর্পের
ব্যর্থ ফণা-আস্ফালন,—নিরস্ত্র দর্পের
হুহুঙ্কার!

প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতিহারী।

মহারাজ, মহিষী গান্ধারী
দর্শনপ্রার্থিনী পদে!

ধৃতরাষ্ট্র।

রহিনু তাঁহারি
প্রতীক্ষায়।

দুর্য্যোধন।

পিতঃ আমি চলিলাম তবে!

(প্রস্থান)

ধৃতরাষ্ট্র।

কর পলায়ন! হায় কেমনে বা সবে

সাধ্বী জননীর দৃষ্টি সমুদ্যত বাজ
ওরে পুণ্যভীত! মোরে তোর নাহি লাজ!

গান্ধারীর প্রবেশ।

গান্ধারী।

নিবেদন আছে শ্রীচরণে! অনুনয়
রক্ষা কর নাথ!

ধৃতরাষ্ট্র।

কভু কি অপূর্ণ রয়
প্রিয়ার প্রার্থনা!

গান্ধারী।

ত্যাগ কর এইবার—

ধৃতরাষ্ট্র।

কারে হে মহিষী!

গান্ধারী।

পাপের সংঘর্ষে যার
পড়িছে ভীষণ শান ধর্ম্মের কৃপাণে
সেই মূঢ়ে!

ধৃতরাষ্ট্র।

কে সে জন? আছে কোন্ খানে?
শুধু কহ নাম তার!

গান্ধারী।

পুত্র দুর্য্যোধন !

ধৃতরাষ্ট্র।

তাহারে করিব ত্যাগ ?

গান্ধারী।

এই নিবেদন

তব পদে !

ধৃতরাষ্ট্র।

দারুণ প্রার্থনা হে গান্ধারী

রাজমাতা !

গান্ধারী।

এ প্রার্থনা শুধু কি আমারি

হে কৌরব ? কুরুকুল-পিতৃ-পিতামহ
স্বর্গ হতে এ প্রার্থনা করে অহরহ
নরনাথ ! ত্যাগ কর ত্যাগ কর তারে—
কৌরব কল্যাণলক্ষ্মী যার অত্যাচারে
অশ্রুমুখী প্রতীক্ষিছে বিদায়ের ক্ষণ
রাত্রি দিন।

ধৃতরাষ্ট্র।

ধর্ম্ম তারে করিবে শাসন
ধর্ম্মেরে যে লঙ্ঘন করেছে,—আমি পিতা—

গান্ধারী।

মাতা আমি নহি ? গর্ভভার-জর্জ্জরিতা
জাগ্রত হৃৎপিণ্ডতলে বহি নাই তারে ?
স্নেহ-বিগলিত চিত্ত শুভ্র দুগ্ধধারে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে নাই দুই স্তন বাহি'
তার সেই অকলঙ্ক শিশুমুখ চাহি ?
শাখাবন্ধে ফল যথা, সেই মত করি
বহু বর্ষ ছিল না সে আমারে আঁকড়ি
দুই ক্ষুদ্র বাহুবৃন্ত দিয়ে,—লয়ে টানি
মোর হাসি হতে হাসি, বাণী হতে বাণী
প্রাণ হতে প্রাণ ?—তবু কহি, মহারাজ,
সেই পুত্র দুর্য্যোধনে ত্যাগ কর আজ !

ধৃতরাষ্ট্র।

কি রাখিব তারে ত্যাগ করি ?

গান্ধারী।

ধর্ম্ম তব !

ধৃতরাষ্ট্র।

কি দিবে তোমারে ধর্ম্ম ?

গান্ধারী।

দুঃখ নবনব !

পুত্রসুখ রাজ্যসুখ অধর্ম্মের পণে

জিনি লয়ে চিরদিন বহিব কেমনে
দুই কাঁটা বক্ষে আলিঙ্গিয়া ?

ধৃতরাষ্ট্র।

হায় প্রিয়ে,
ধর্ম্মবশে একবার দিনু ফিরাইয়ে
দ্যূতবদ্ধ পাণ্ডবের হৃত রাজ্যধন।
পরক্ষণে পিতৃস্নেহ করিল গুঞ্জন
শতবার কর্ণে মোর—"কি করিলি ওরে !
এককালে ধর্ম্মাধর্ম্ম দুই তরী পরে
পা দিয়ে বাঁচে না কেহ ! বারেক যখন
নেমেছে পাপের স্রোতে কুরুপুত্রগণ
তখন ধর্ম্মের সাথে সন্ধি করা মিছে,
পাপের দুয়ারে পাপ সহায় মাগিছে !
কি করিলি, হতভাগ্য, বৃদ্ধ, বুদ্ধিহত,
দুর্ব্বল দ্বিধায় পড়ি ! অপমান-ক্ষত
রাজ্য ফিরে দিলে তবু মিলাবেনা আর
পাণ্ডবের মনে—শুধু নব কাষ্ঠ ভার
হুতাশনে দান ! অপমানিতের করে
ক্ষমতার অস্ত্র দেওয়া মরিবার তরে !
সক্ষমে দিয়োনা ছাড়ি দিয়ে স্বল্প পীড়া,—
করহ দলন ! কোরোনা বিফল ক্রীড়া
পাপের সহিত ; যদি ডেকে আন তারে,

বরণ করিয়া তবে লহ একেবারে।"—
এই মত পাপবুদ্ধি পিতৃস্নেহরূপে
বিঁধিতে লাগিল মোর কর্ণে চুপে চুপে
কত কথা তীক্ষ্ণ সূচিসম! পুনরায়
ফিরানু পাণ্ডবগণে,—দ্যূত ছলনায়
বিসর্জ্জিনু দীর্ঘ বনবাসে! হায় ধর্ম্ম,
হায়রে প্রবৃত্তিবেগ! কে বুঝিবে মর্ম্ম
সংসারের!

গান্ধারী।

ধর্ম্ম নহে সম্পদের হেতু
মহারাজ, নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু,—
ধর্ম্মেই ধর্ম্মের শেষ! মূঢ় নারী আমি,
ধর্ম্ম কথা তোমারে কি বুঝাইব স্বামী,
জান ত সকলি! পাণ্ডবেরা যাবে বনে
ফিরাইলে ফিরিবে না, বদ্ধ তারা পণে,—
এখন এ মহারাজ্য একাকী তোমার
মহীপতি,—পুত্রে তব ত্যজ এইবার,—
নিষ্পাপীরে দুঃখ দিয়ে নিজে পূর্ণ সুখ
লইয়োনা,—ন্যায় ধর্ম্মে কোরোনা বিমুখ
পৌরব প্রাসাদ হতে,—দুঃখ সুদুঃসহ
আজ হতে ধর্ম্মরাজ লহ তুলি লহ
দেহ তুলি মোর শিরে।

ধৃতরাষ্ট্র।

হায় মহারাণী,
সত্য তব উপদেশ, তীব্র তব বাণী!

গান্ধারী।

অধর্ম্মের মধুমাখা বিষফল তুলি
আনন্দে নাচিছে পুত্র;—স্নেহমোহে ভুলি
সে ফল দিয়োনা তারে ভোগ করিবারে,
কেড়ে লও, ফেলে দাও, কাঁদাও তাহারে!
ছললব্ধ পাপস্ফাত রাজ্যধনজনে
ফেলে রাখি সেও চলে যাক্ নির্ব্বাসনে,
বঞ্চিত পাণ্ডবদের সমদুঃখভার
করুক্ বহন!

ধৃতরাষ্ট্র।

ধর্ম্মবিধি বিধাতার,—
জাগ্রত আছেন তিনি, ধর্ম্মদণ্ড তাঁর
রয়েছে উদ্যত নিত্য,—অয়ি মনস্বিনী,
তাঁর রাজ্যে তাঁর কার্য্য করিবেন তিনি!
আমি পিতা—

গান্ধারী।

তুমি রাজা, রাজ-অধিরাজ,
বিধাতার বামহস্ত;—ধর্ম্মরক্ষা কাজ
তোমাপরে সমর্পিত। শুধাই তোমারে

যদি কোন প্রজা তব, সতী অবলারে
পরগৃহ হ'তে টানি করে অপমান
বিনা দোষে—কি তাহার করিবে বিধান?

ধৃতরাষ্ট্র।

নির্ব্বাসন।

গান্ধারী।

তবে আজ রাজ-পদতলে
সমস্ত নারীর হয়ে নয়নের জলে
বিচার প্রার্থনা করি! পুত্র দুর্য্যোধন
অপরাধী প্রভু! তুমি আছ, হে রাজন্,
প্রমাণ আপনি! পুরুষে পুরুষে দ্বন্দ্ব
স্বার্থ লয়ে বাধে অহরহ,—ভাল মন্দ
নাহি বুঝি তার,—দণ্ডনীতি, ভেদনীতি,
কূটনীতি কতশত,—পুরুষের রীতি
পুরুষেই জানে! বলের বিরোধে বল,
ছলের বিরোধে কত জেগে উঠে ছল,
কৌশলে কৌশল হানে,—মোরা থাকি দূরে
আপনার গৃহকর্ম্মে শান্ত অন্তঃপুরে!
যে সেথা টানিয়া আনে বিদ্বেষ অনল
বাহিরের দ্বন্দ্ব হতে,—পুরুষেরে ছাড়ি
অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া নিরুপায় নারী
গৃহধর্ম্মচারিণীর পুণ্যদেহ পরে

কলুষ-পঙ্কজ স্পর্শে অসম্মানে করে
হস্তক্ষেপ,—পতি সাথে বাধায়ে বিরোধ
যে নর পত্নীরে হানি লয় তার শোধ
সে শুধু পাষণ্ড নহে, সে যে কাপুরুষ!
মহারাজ, কি তার বিধান! অকলুষ
পুরুবংশে পাপ যদি জন্মলাভ করে
সেও সহে,—কিন্তু, প্রভু, মাতৃগর্ব্বভরে
ভেবেছিনু গর্ভে মোর বীরপুত্রগণ
জন্মিয়াছে,—হায় নাথ, সে'দিন যখন
অনাথিনী পাঞ্চালীর আর্ত্তকণ্ঠরব
প্রাসাদ-পাষাণ-ভিত্তি করি দিল দ্রব
লজ্জা ঘৃণা করুণার তাপে,—ছুটি গিয়া
হেরিনু গবাক্ষে, তার বস্ত্র আকর্ষিয়া
খল খল হাসিতেছে সভামাঝখানে
গান্ধারীর পুত্র পিশাচেরা,—ধর্ম্ম জানে
সে দিন চূর্ণিয়া গেল জন্মের মতন
জননীর শেষ গর্ব্ব! কুরুরাজগণ!
পৌরুষ কোথায় গেছে ছাড়িয়া ভারত!
তোমরা, হে মহারথী জড়মূর্ত্তিবৎ
বসিয়া রহিলে সেথা চাহি মুখে মুখে
কেহ বা হাসিলে, কেহ করিলে কৌতুক
কানাকানি,—কোষমাঝে নিশ্চল কৃপাণ

বজ্র-নিঃশেষিত লুপ্ত বিদ্যুৎ সমান
নিদ্রাগত!—মহারাজ, শুন মহারাজ
এ মিনতি! দূর কর জননার লাজ,
বীরধর্ম্ম করহ উদ্ধার, পদাহত
সতীত্বের ঘুচাও ক্রন্দন, অবনত
ন্যায়ধর্ম্মে করহ সম্মান,—ত্যাগ কর
দুর্য্যোধনে!

ধৃতরাষ্ট্র।

পরিতাপ-দহনে জর্জ্জর
হৃদয়ে করিছ শুধু নিষ্ফল আঘাত
হে মহিষা!

গান্ধারী।

শতগুণ বেদনা কি, নাথ,
লাগিছে না মোরে? প্রভু, দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার! যার তরে প্রাণ
কোন ব্যথা নাহি পায় তারে দণ্ডদান
প্রবলের অত্যাচার। যে দণ্ডবেদনা
পুত্রেরে পার না দিতে সে কারে দিয়োনা,—
যে তোমার পুত্র নহে তারো পিতা আছে,
মহা অপরাধী হবে তুমি তার কাছে
বিচারক! শুনিয়াছি বিশ্ববিধাতার

সবাই সন্তান মোরা,—পুত্রের বিচার
নিয়ত করেন তিনি আপনার হাতে
নারায়ণ ; ব্যথা দেন, ব্যথা পান সাথে,
নতুবা বিচারে তাঁর নাই অধিকার,—
মূঢ় নারী লভিয়াছি অন্তরে আমার
এই শাস্ত্র !—পাপী পুত্রে ক্ষমা কর যদি
নির্ব্বিচারে, মহারাজ, তবে নিরবধি
যত দণ্ড দিলে তুমি যত দোষী জনে
ফিরিয়া লাগিবে আসি দণ্ডদাতা ভূপে,—
ন্যায়ের বিচার তব নির্ম্মমতারূপে
পাপ হয়ে তোমারে দাগিবে ! ত্যাগ কর
পাপী দুর্য্যোধনে !

ধৃতরাষ্ট্র।

প্রিয়ে, সংহর, সংহর,
তব বাণী ! ছিঁড়িতে পারিনে মোহডোর,
ধর্ম্মকথা শুধু আসি হানে সুকঠোর
ব্যর্থ ব্যথা ! পাপী পুত্র ত্যাজ্য বিধাতার,
তাই তারে ত্যজিতে না পারি,—আমি তার
একমাত্র ; উন্মত্ত তরঙ্গ মাঝখানে
যে পুত্র সঁপেছে অঙ্গ তারে কোন্ প্রাণে
ছাড়ি যাব !—উদ্ধারের আশা ত্যাগ করি,
তবু তারে প্রাণপণে বক্ষে চাপি ধরি,

তারি সাথে এক পাপে ঝাঁপ দিয়া পড়ি,
এক বিনাশের তলে তলাইয়া মরি
অকাতরে,—অংশ লই তার দুর্গতির,
অর্দ্ধ ফল ভোগ করি তার দুর্ম্মতির,—
সেইত সান্ত্বনা মোর,—এখন ত আর
বিচারের কাল নাই—নাই প্রতিকার,
নাই পথ,—ঘটেছে যা ছিল ঘটিবার,
ফলিবে যা ফলিবার আছে!

প্রস্থান।

গান্ধারী।

হে আমার
অশান্ত হৃদয়, স্থির হও! নতশিরে
প্রতীক্ষা করিয়া থাক বিধির বিধিরে
ধৈর্য্য ধরি! যে দিন সুদীর্ঘ রাত্রি পরে
সদ্য জেগে উঠে কাল, সংশোধন করে
আপনারে, সে দিন দারুণ দুঃখদিন!
দুঃসহ উত্তাপে যথা স্থির গতিহীন
ঘুমাইয়া পড়ে বায়ু—জাগে ঝঞ্ঝাঝড়ে
অকস্মাৎ, আপনার জড়ত্বের পরে
করে আক্রমণ, অন্ধ বৃশ্চিকের মত
ভীমপুচ্ছে আত্মশিরে হানে অবিরত
দীপ্ত বজ্রশূল, সেই মত কাল যবে

জাগে, তারে, সভয়ে অকাল কহে সবে!
লুটাও লুটাও শির, প্রণম, রমণী,
সেই মহাকালে; তার রথচক্রধ্বনি
দূর রুদ্রলোক হতে বজ্র-ঘর্ঘরিত
ওই শুনা যায়! তোর আর্ত্ত জর্জ্জরিত
হৃদয় পাতিয়া রাখ্ তার পথতলে!
ছিন্ন সিক্ত হৃৎপিণ্ডের রক্ত শতদলে
অঞ্জলি রচিয়া থাক্ জাগিয়া নীরবে
চাহিয়া নিমেষহীন!—তার পরে যবে
গগনে উড়িবে ধূলি, কাঁপিবে ধরণী,
সহসা উঠিবে শূন্যে ক্রন্দনের ধ্বনি—
হায় হায় হা রমণী, হায় রে অনাথা,
হায় হায় বীরবধূ, হায় বীরমাতা,
হায় হায় হাহাকার—তখন সুধীরে
ধূলায় পড়িস্ লুটি' অবনত শিরে
মুদিয়া নয়ন!—তার পরে নমো নমঃ
সুনিশ্চিত পরিণাম, নির্ব্বাক্ নির্ম্মম
দারুণ করুণ শান্তি; নমো নমো নমঃ
কল্যাণ কঠোর কান্ত, ক্ষমা স্নিগ্ধতম!
নমো নমো বিদ্বেষের ভীষণা নির্ব্বৃতি!
শ্মশানের ভস্মমাখা পরমা নিষ্কৃতি!

দুর্য্যোধনমহিষী ভানুমতীর প্রবেশ।

ভানুমতী। (দাসীগণের প্রতি)

ইন্দুমুখি! পরভৃতে! লহ তুলি শিরে
মাল্যবস্ত্র অলঙ্কার!

গান্ধারী।

বৎসে, ধীরে! ধীরে!
পৌরব ভবনে কোন্ মহোৎসব আজি!
কোথা যাও নব বস্ত্র অলঙ্কারে সাজি
বধু মোর?

ভানুমতী।

শত্রুপরাভব-শুভক্ষণ
সমাগত!

গান্ধারী।

শত্রু যার আত্মীয় স্বজন
আত্মা তার নিত্য শত্রু, ধর্ম্ম শত্রু তার,
অজেয় তাহার শত্রু! নব অলঙ্কার
কোথা হতে, হে কল্যাণি!

ভানুমতী।

জিনি বসুমতী
ভুজবলে, পাঞ্চালীরে তার পঞ্চপতি

দিয়েছিল যত রত্ন মণি অলঙ্কার,
যজ্ঞদিনে যাহা পরি ভাগ্য-অহঙ্কার
ঠিকরিত' মাণিক্যের শত সূচীমুখে
দ্রৌপদীর অঙ্গ হতে,—বিদ্ধ হ'ত বুকে
কুরুকুলকামিনীর—সে রত্নভূষণে
আমারে সাজায়ে তারে যেতে হল বনে!

গান্ধারী।

হারে মূঢ়ে, শিক্ষা তবু হল না তোমার,
সেই রত্ন নিয়ে তবু এত অহঙ্কার!
একি ভয়ঙ্করী কান্তি, প্রলয়ের সাজ!
যুগান্তের উল্কাসম দহিছে না আজ
এ মণি-মঞ্জীর তোরে? রত্ন-ললাটিকা
এ যে তোর সৌভাগ্যের বজ্রানলশিখা!
তোরে হেরি অঙ্গে মোর ত্রাসের স্পন্দন
সঞ্চারিছে,—চিত্তে মোর উঠিছে ক্রন্দন,—
আনিছে শঙ্কিত কর্ণে, তোর অলঙ্কার
উন্মাদিনী শঙ্করীর তাণ্ডব-ঝঙ্কার!

ভানুমতী।

মাতঃ মোরা ক্ষত্রনারী! দুর্ভাগ্যের ভয়
নাহি করি! কভু জয়, কভু পরাজয়,—
মধ্যাহ্ন গগনে কভু, কভু অস্তধামে
ক্ষত্রিয়মহিমা সূর্য্য উঠে আর নামে।

ক্ষত্রবীরাঙ্গনা মাতঃ সেই কথা স্মরি
শঙ্কার বক্ষেতে থাকি সঙ্কটে না ডরি
ক্ষণকাল! দুর্দ্দিন-দুর্য্যোগ যদি আসে,
বিমুখ ভাগ্যেরে তবে হানি' উপহাসে
কেমনে মরিতে হয় জানি তাহা দেবি,
কেমনে বাঁচিতে হয়, শ্রীচরণ সেবি'
সে শিক্ষাও লভিয়াছি!

গান্ধারী।

বৎসে, অমঙ্গল
একেলা তোমার নহে! লয়ে দলবল
সে যবে মিটায় ক্ষুধা, উঠে হাহাকার,
কত বীর-রক্তস্রোতে কত বিধবার
অশ্রুধারা পড়ে আসি—রত্নঅলঙ্কার
বধূহস্ত হতে খসি পড়ে শত শত
চূতলতা-কুঞ্জবনে মঞ্জরীর মত
ঝঞ্ঝাবাতে! বৎসে, ভাঙ্গিয়োনা বদ্ধ সেতু!
ক্রীড়াচ্ছলে তুলিয়োনা বিপ্লবের কেতু
গৃহমাঝে! আনন্দের দিন নহে আজি!
স্বজন-দুর্ভাগ্য লয়ে সর্ব্বঅঙ্গে সাজি
গর্ব্ব করিয়ো না মাতঃ! হয়ে সুসংযত
আজ হতে শুদ্ধচিত্তে উপবাসব্রত
কর আচরণ,—বেণী করি উন্মোচন

শান্ত মনে কর বৎসে দেবতা-অর্চ্চন!
এ পাপ-সৌভাগ্য দিনে গর্ব্ব-অহঙ্কারে
প্রতিক্ষণে লজ্জা দিয়োনাক বিধাতারে!
খুলে ফেল অলঙ্কার, নব রক্তাম্বর,
থামাও উৎসব বাদ্য, রাজ আড়ম্বর,
অগ্নিগৃহে যাও, পুত্রি, ডাক পুরোহিতে,
কালেরে প্রতীক্ষা কর শুদ্ধসত্ব চিতে!

ভানুমতীর প্রস্থান।

দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডবের প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির।

আশীর্ব্বাদ মাগিবারে এসেছি জননী
বিদায়ের কালে!

গান্ধারী।

সৌভাগ্যের দিনমণি
দুঃখরাত্রি-অবসানে দ্বিগুণ উজ্জল
উদিবে হে বৎসগণ! বায়ু হতে বল,
সূর্য্য হতে তেজ, পৃথ্বী হতে ধৈর্য্যক্ষমা
কর লাভ, দুঃখব্রত পুত্র মোর! রমা
দৈন্যমাঝে গুপ্ত থাকি দীন ছদ্মরূপে
ফিরুন্ পশ্চাতে তব, সদা চুপে চুপে।

দুঃখ হতে তোমা তরে করুন্ সঞ্চয়
অক্ষয় সম্পদ! নিত্য হউক্ নির্ভয়
নির্ব্বাসনবাস!—বিনা পাপে দুঃখভোগ
অন্তরে জ্বলন্ত তেজ করুক্ সংযোগ—
বহ্নিশিখাদগ্ধ দীপ্ত সুবর্ণের প্রায়!
সেই মহাদুঃখ হবে মহৎ সহায়
তোমাদের!—সেই দুঃখে রহিবেন ঋণী
ধর্ম্মরাজ বিধি,—যবে শুধিবেন তিনি
নিজহস্তে আত্মঋণ, তখন জগতে
দেবনর কে দাঁড়াবে তোমাদের পথে!
মোর পুত্র করিয়াছে যত অপরাধ
খণ্ডন করুক্ সব মোর আশীর্ব্বাদ
পুত্রাধিক পুত্রগণ! অন্যায় পীড়ন
গভীর কল্যাণসিন্ধু করুক্ মন্থন!

দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক

ভূলুণ্ঠিতা স্বর্ণলতা, হে বৎসে আমার,
হে আমার রাহুগ্রস্ত শশি! একবার
তোল শির, বাক্য মোর কর অবধান!
যে তোমারে অবমানে তারি অপমান
জগতে রহিবে নিত্য, কলঙ্ক অক্ষয়!
তব অপমানরাশি বিশ্বজগন্ময়

ভাগ করে লইয়াছে সর্ব্ব কুলাঙ্গনা
কাপুরুষতার হস্তে সতীর লাঞ্ছনা !
যাও বৎসে, পতি সাথে অমলিন মুখ,
অরণ্যেরে কর স্বর্গ, দুঃখে কর সুখ !
বধূ মোর, সুদুঃসহ পতি দুঃখ ব্যথা
বক্ষে ধরি, সতীত্বের লভ সার্থকতা !
রাজগৃহে আয়োজন দিবস যামিনী
সহস্র সুখের ; বনে তুমি একাকিনী
সর্ব্ব সুখ, সর্ব্বসঙ্গ, সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়,
সকল সান্ত্বনা একা সকল আশ্রয়,
ক্লান্তির আরাম শান্তি, ব্যাধির শুশ্রূষা,
দুর্দ্দিনের শুভলক্ষ্মী, তামসীর ভূষা
উষা মূর্ত্তিমতী ! তুমি হবে একাকিনী
সর্ব্বপ্রীতি, সর্ব্বসেবা, জননী, গেহিনী,—
সতীত্বের শ্বেতপদ্ম সম্পূর্ণ সৌরভে
শতদলে প্রস্ফুটিয়া জাগিবে গৌরবে !

পতিতা।

ধন্য তোমারে হে রাজমন্ত্রী,
চরণপদ্মে নমস্কার!
লও ফিরে তব স্বর্ণমুদ্রা,
লও ফিরে তব পুরস্কার!
ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিরে ভুলাতে
পাঠাইলে বনে যে কয়জনা
সাজায়ে যতনে ভূষণে রতনে,—
আমি তারি এক বারাঙ্গনা।
দেবতা ঘুমালে আমাদের দিন,
দেবতা জাগিলে মোদের রাতি,
ধরার নরক-সিংহদুয়ারে
জ্বালাই আমরা সন্ধ্যাবাতি।
তুমি অমাত্য রাজ-সভাসদ
তোমার ব্যবসা ঘৃণ্যতর,
সিংহাসনের আড়ালে বসিয়া
মানুষের ফাঁদে মানুষ ধর!
আমি কি তোমার গুপ্ত অস্ত্র?
হৃদয় বলিয়া কিছু কি নেই?
ছেড়েছি ধরম, তা বলে ধরম
ছেড়েছে কি মোরে একেবারেই!

নাহিক করম, লজ্জা সরম,
জানিনে জনমে সতীর প্রথা,
তা বলে নারীর নারীত্বটুকু
ভুলে যাওয়া, সে কি কথার কথা!
সে যে তপোবন, স্বচ্ছ পবন,
অদূরে সুনীল শৈলমালা,
কলগান করে পুণ্য তটিনী,
সে কি নগরীর নাট্যশালা!
মনে হল সেথা অন্তর গ্লানি
বুকের বাহিরে বাহিরি' আসে!—
ওগো বনভূমি মোরে ঢাক তুমি
নবনির্ম্মল শ্যামল বাসে!
অয়ি উজ্জ্বল উদার আকাশ
লজ্জিত জনে করুণা করে
তোমার সহজ অমলতাখানি
শতপাকে ঘেরি পরাও মোরে!
স্থান আমাদের রুদ্ধ নিলয়ে
প্রদীপের পীত আলোক জ্বালা',
যেথায় ব্যাকুল বদ্ধ বাতাস
ফেলে নিশ্বাস হুতাশ-ঢালা'।
রতন নিকরে কিরণ ঠিকরে,
মুকুতা ঝলকে অলকপাশে,

মদির-শীকর-সিক্ত আকাশ
ঘন হয়ে যেন ঘেরিয়া আসে!
মোরা গাঁথা মালা প্রমোদ-রাতের,
গেলে প্রভাতের পুষ্পবনে
লাজে ম্লান হয়ে মরে ঝরে যাই,
মিশাবারে চাই মাটির সনে!
তবু তবু ওগো কুসুম-ভগিনী
এবার বুঝিতে পেরেছি মনে
ছিল ঢাকা সেই বনের গন্ধ
অগোচরে কোন্ প্রাণের কোণে!

সে দিন নদীর নিকষে অরুণ
আঁকিল প্রথম সোনার লেখা;
স্নানের লাগিয়া তরুণ তাপস
নদীতীরে ধীরে দিলেন দেখা।
পিঙ্গল জটা ঝলিছে ললাটে
পূর্ব্ব অচলে উষার মত,
তনু দেহ খানি জ্যোতির লতিকা
জড়িত স্নিগ্ধ তড়িৎ শত!
মনে হল মোর নব-জনমের
উদয়শৈল উজল করি'

শিশির-ধৌত পরম প্রভাত
    উদিল নবীন জীবন ভরি'।
তরুণীরা মিলি তরণী বাহিয়া
    পঞ্চমস্বরে ধরিল গান,
ঋষির কুমার মোহিত চকিত
    মৃগশিশুসম পাতিল কান!
সহসা সকলে ঝাঁপ দিয়া জলে
    মুনি-বালকেরে ফেলিয়া ফাঁদে
ভুজে ভুজে বাঁধি ঘিরিয়া ঘিরিয়া
    নৃত্য করিল বিবিধ ছাঁদে।
নূপুরে নূপুরে দ্রুত তালে তালে
    নদী জলতলে বাজিল শিলা,
ভগবান ভানু রক্ত-নয়নে
    হেরিলা নিলাজ নিঠুর লীলা।

প্রথমে চকিত দেবশিশু সম
    চাহিলা কুমার কৌতূহলে,—
কোথা হতে যেন অজানা আলোক
    পড়িল তাঁহার পথের তলে!
দেখিতে দেখিতে ভক্তি-কিরণ
    দীপ্তি সঁপিল শুভ্র ভালে,—

দেবতার কোন্ নূতন প্রকাশ
হেরিলেন আজি প্রভাতকালে!
বিমল বিশাল বিস্মিত চোখে
দুটি শুকতারা উঠিল ফুটি',
বন্দনা-গান রচিলা কুমার
যোড় করি কর-কমল দুটি!
করুণ কিশোর কোকিল কণ্ঠে
সুধার উৎস পড়িল টুটে,
স্থির তপোবন শান্তি মগন
পাতায় পাতায় শিহরি উঠে
যে গাথা গাহিলা সে কখনো আর
হয় নি রচিত নারীর তরে,
সে শুধু শুনেছে নির্ম্মলা উষা
নির্জ্জন গিরিশিখর পরে!
সে শুধু শুনেছে নীরব সন্ধ্যা
নীল নির্ব্বাক্ সিন্ধুতলে
শুনে গলে যায় আর্দ্র হৃদয়
শিশির শীতল অশ্রুজলে!

হাসিয়া উঠিল পিশাচীর দল
অঞ্চলতল অধরে চাপি।

ঈষৎ ত্রাসের তড়িৎ-চমক
ঋষির নয়নে উঠিল কাঁপি।
ব্যথিত চিত্তে ত্বরিত চরণে
করযোড়ে পাশে দাঁড়ানু আসি,
কহিনু হে মোর প্রভু তপোধন
চরণে আগত অধম দাসী।”
তীরে লয়ে তাঁরে, সিক্ত অঙ্গ
মুছানু আপন পট্টবাসে।
জানু পাতি বসি যুগল চরণ
মুছিয়া লইনু এ কেশপাশে!
তার পরে মুখ তুলিয়া চাহিনু
ঊর্দ্ধমুখীন্ ফুলের মত,—
তাপস কুমার চাহিলা, আমার
মুখপানে করি বদন নত।
প্রথম-রমণী-দরশ-মুগ্ধ
সে দুটি সরল নয়ন হেরি
হৃদয়ে আমার নারীর মহিমা
বাজায়ে উঠিল বিজয় ভেরী।
ধন্যরে আমি, ধন্য বিধাতা
সৃজেছ আমারে রমণী করি!
তাঁর দেহময় উঠে মোর জয়,
উঠে জয় তাঁর নয়ন ভরি।

জননীর স্নেহ রমণীর দয়া
　　কুমারীর নব নীরব প্রীতি
আমার হৃদয় বীণার তন্ত্রে
　　বাজায়ে তুলিল মিলিত গীতি!

কহিলা কুমার চাহি মোর মুখে—
　　"কোন্ দেব আজি আনিলে দিবা!
তোমার পরশ অমৃত-সরস,
　　তোমার নয়নে দিব্যবিভা!"
হেসোনা মন্ত্রী হেসো না হেসো না,
　　ব্যথায় বিঁধোনা ছুরির ধার,
ধূলিলুণ্ঠিতা অবমানিতারে
　　অবমান তুমি কোরো না আর!
মধুরাতে কত মুগ্ধহৃদয়
　　স্বর্গ মেনেছে এ দেহখানি,—
তখন শুনেছি বহু চাটুকথা,
　　শুনিনি এমন সত্যবাণী!
সত্য কথা এ, কহিনু আবার,
　　স্পর্দ্ধা আমার কভু এ নহে,—
ঋষির নয়ন মিথ্যা হেরে না,
　　ঋষির রসনা মিছে না কহে!

বৃদ্ধ, বিষয়-বিষ-জর্জ্জর,
হেরিছ বিশ্ব দ্বিধার ভাবে,
নগরীর ধূলি লেগেছে নয়নে,
আমারে কি তুমি দেখিতে পাবে?
আমিও দেবতা, ঋষির আঁখিতে
এনেছি বহিয়া নূতন দিবা,
অমৃত সরস আমার পরশ,
আমার নয়নে দিব্য বিভা!
আমি শুধু নহি সেবার রমণী
মিটাতে তোমার লালসাক্ষুধা!
তুমি যদি দিতে পূজার অর্ঘ্য
আমি সঁপিতাম স্বর্গসুধা!
দেবতারে মোর কেহ ত চাহেনি,
নিয়ে গেল সবে মাটির ঢেলা,
দূর দুর্গম মনোবনবাসে
পাঠাইল তাঁরে করিয়া হেলা।
সেইখানে এল আমার তাপস,
সেই পথহীন বিজন গেহ,—
স্তব্ধ নীরব গহন গভীর
যেথা কোন দিন আসেনি কেহ!
সাধকবিহীন একক দেবতা
ঘুমাতেছিলেন সাগরকূলে,—

ঋষির বালক পুলকে তাঁহারে
পূজিলা প্রথম পূজার ফুলে !
আনন্দে মোর দেবতা জাগিল,
জাগে আনন্দ ভকত-প্রাণে,—
এ বারতা মোর দেবতা তাপস
দোঁহে ছাড়া আর কেহ না জানে !
কহিলা কুমার চাহি মোর মুখে
"আনন্দময়ী মূরতি তুমি,
ফুটে আনন্দ বাহুতে তোমার,
ছুটে আনন্দ চরণ চুমি' !
শুনি সে বচন, হেরি সে নয়ন,
দুই চোখে মোর ঝরিল বারি।
নিমেষে ধৌত নির্ম্মল রূপে
বাহিরিয়া এল কুমারী নারী।
বহুদিন মোর প্রমোদ-নিশীথে
যত শত দীপ জ্বলিয়াছিল—
দূর হতে দূরে,—এক নিঃশ্বাসে
কে যেন সকলি নিবায়ে দিল !
প্রভাত-অরুণ ভা'য়ের মতন
সঁপি দিল কর আমার কেশে
আপনার করি নিল পলকেই
মোরে তপোবন-পবন এসে।

মিথ্যা তোমার জটিল বুদ্ধি,
বৃদ্ধ তোমার হাসিরে ধিক্!
চিত্ত তাহার আপনার কথা
আপন মর্ম্মে ফিরায়ে নিক্!
তোমার পামরী পাপিনীর দল
তারাও অমনি হাসিল হাসি,—
আবেশে বিলাসে ছলনার পাশে
চারিদিক্ হতে ঘেরিল আসি!
বসনাঞ্চল লুটায় ভূতলে,
বেণী খসি পড়ে কবরী টুটি’
ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারিল কুমারে
লীলায়িত করি হস্ত দুটি।
হে মোর অমল কিশোর তাপস
কোথায় তোমারে আড়ালে রাখি!
আমার কাতর অন্তর দিয়ে
ঢাকিবারে চাই তোমার আঁখি!
হে মোর প্রভাত, তোমারে ঘেরিয়া
পারিতাম যদি, দিতাম টানি
উষার রক্ত মেঘের মতন
আমার দীপ্ত সরমখানি!
ও আহুতি তুমি নিয়োনা নিয়োনা
হে মোর অনল, তপের নিধি,

আমি হয়ে ছাই তোমারে লুকাই
এমন ক্ষমতা দিল না বিধি!
ধিক্ রমণীরে ধিক্ শতবার,
হতলাজ বিধি তোমারে ধিক্!
রমণীজাতির ধিক্কার গানে
ধ্বনিয়া উঠিল সকল দিক্!
ব্যাকুল সরমে অসহ ব্যথায়
লুটায়ে ছিন্নলতিকাসমা
কহিনু তাপসে—"পুণ্যচরিত,
পাতকিনীদের করিয়ো ক্ষমা!
আমারে ক্ষমিয়ো, আমারে ক্ষমিয়ো,
আমারে ক্ষমিয়ো করুণানিধি!"
হরিণীর মত ছুটে চলে এনু
সরমের শর মর্ম্মে বিঁধি!
কাঁদিয়া কহিনু কাতরকণ্ঠে
"আমারে ক্ষমিয়ো পুণ্যরাশি!"
চপলভঙ্গে লুটায়ে রঙ্গে
পিশাচীরা পিছে উঠিল হাসি!
ফেলি দিল ফুল মাথায় আমার
তপোবন-তরু করুণা মানি,
দূর হতে কানে বাজিতে লাগিল
বাঁশির মতন মধুর বাণী,—

"আনন্দময়ী মূরতি তোমার,
কোন্ দেব তুমি আনিলে দিবা!
অমৃতসরস তোমার পরশ,
তোমার নয়নে দিব্য বিভা"
দেবতারে তুমি দেখেছ, তোমার
সরল নয়ন করেনি ভুল।
দাও মোর মাথে, নিয়ে যাই সাথে
তোমার হাতের পূজার ফুল!
তোমার পূজার গন্ধ আমার
মনোমন্দির ভরিয়া রবে—
সেথায় দুয়ার রুধিনু এবার,
যতদিন বেঁচে রহিব ভবে!
মন্ত্রী, আবার সেই বাঁকা হাসি!
না হয় দেবতা আমাতে নাই—
মাটি দিয়ে তবু গড়েত প্রতিমা,
সাধকেরা পূজা করে ত তাই!
একদিন তার পূজা হয়ে গেলে
চিরদিন তার বিসর্জ্জন,
খেলার পুতলি করিয়া তাহারে
আর কি পূজিবে পৌরজন?
পূজা যদি মোর হয়ে থাকে শেষ
হয়ে গেছে শেষ আমার খেলা।

দেবতার লীলা করি সমাপন্ন
জলে ঝাঁপ দিবে মাটির ঢেলা !
হাস হাস তুমি হে রাজমন্ত্রী
লয়ে আপনার অহঙ্কার—
ফিরে লও তব স্বর্ণমুদ্রা
ফিরে লও তব পুরস্কার !
বহু কথা বৃথা বলেছি তোমায়
তা লাগি হৃদয় ব্যথিছে মোরে !
অধম নারীর একটি বচন
রেখো হে প্রাজ্ঞ স্মরণ করে,
বুদ্ধির বলে সকলি বুঝেছ,
দুয়েকটি বাকি রয়েছে তবু,
দৈবে যাহারে সহসা বুঝায়
সে ছাড়া সে কেহ বোঝে না কভু !

৯ই কার্ত্তিক। ১৩০৪।

ভাষা ও ছন্দ।

যেদিন হিমাদ্রিশৃঙ্গে নামি আসে আসন্ন আষাঢ়,
মহানদ ব্রহ্মপুত্র অকস্মাৎ দুর্দ্দাম দুর্ব্বার
দুঃসহ অন্তরবেগে তীরতরু করিয়া উন্মূল
মাতিয়া খুঁজিয়া ফিরে আপনার কূল-উপকূল
তট-অরণ্যের তলে তরঙ্গের ডম্বরু বাজায়ে
ক্ষিপ্ত ধূর্জ্জটীর প্রায় ; সেই মত বনানীর ছায়ে
স্বচ্ছ শীর্ণ ক্ষিপ্রগতি স্রোতস্বতী তমসার তীরে
অপূর্ব্ব উদ্বেগভরে সঙ্গীহীন ভ্রমিছেন ফিরে
মহর্ষি বাল্মীকি কবি,—রক্তবেগ-তরঙ্গিত বুকে
গম্ভীর জলদমন্দ্রে বারম্বার আবর্ত্তিয়া মুখে
নব ছন্দ ; বেদনায় অন্তর করিয়া বিদারিত
মুহূর্ত্তে নিল যে জন্ম পরিপূর্ণ বাণীর সঙ্গীত,
তারে লয়ে কি করিবে, ভাবে মুনি কি তার উদ্দেশ,—
তরুণ গরুড়সম কি মহৎ ক্ষুধার আবেশ
পীড়ন করিছে তারে, কি তাহার দুরন্ত প্রার্থনা,
অমর বিহঙ্গশিশু কোন্ বিশ্বে করিবে রচনা
আপন বিরাট্ নীড় !—অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার,
তার নিত্য জাগরণ ; অগ্নিসম দেবতার দান
ঊর্দ্ধশিখা জ্বালি চিত্তে আহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ !

অস্তে গেল দিনমণি। দেবর্ষি নারদ সন্ধ্যাকালে
শাখাসুপ্ত পাখীদের সচকিয়া জটারশ্মিজালে,
স্বর্গের নন্দনগন্ধে অসময়ে শ্রান্ত মধুকরে
বিস্মিত ব্যাকুল করি, উত্তরিলা তপোভূমি পরে।
নমস্কার করি কবি, শুধাইলা সঁপিয়া আসন
"কি মহৎ দৈবকার্য্যে, দেব, তব মর্ত্ত্যে আগমন!"
নারদ কহিলা হাসি—"করুণার উৎসমুখে, মুনি,
যে ছন্দ উঠিল ঊর্দ্ধে, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা তাহা শুনি
আমারে কহিলা ডাকি, যাও তুমি তমসার তীরে,
বাণীর বিদ্যুৎ-দীপ্ত ছন্দোবাণবিদ্ধ বাল্মীকিরে
বারেক শুধায়ে এস,—বোলো তারে, "ওগো ভাগ্যবান্,
এ মহা সঙ্গীতধন কাহারে করিবে তুমি দান!
এই ছন্দে গাঁথি লয়ে কোন্ দেবতার যশঃকথা
স্বর্গের অমরে কবি মর্ত্ত্যলোকে দিবে অমরতা!"

কহিলেন শির নাড়ি ভাবোন্মত্ত মহামুনিবর,
"দেবতার সামগীতি গাহিতেছে বিশ্বচরাচর,
ভাষাশূন্য অর্থহারা! বহ্নি ঊর্দ্ধে মেলিয়া অঙ্গুলি
ইঙ্গিতে করিছে স্তব; সমুদ্র তরঙ্গবাহু তুলি
কি কহিছে স্বর্গ জানে; অরণ্য উঠায়ে লক্ষশাখা
মর্ম্মরিছে মহামন্ত্র; ঝটিকা উড়ায়ে রুদ্র পাখা

গাহিছে গর্জ্জন গান ; নক্ষত্রের অক্ষৌহিণী হতে
অরণ্যের পতঙ্গ অবধি, মিলাইছে এক স্রোতে
সঙ্গীতের তরঙ্গিণী বৈকুণ্ঠের শান্তিসিন্ধু পারে।
মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে,
ঘুরে মানুষের চতুর্দ্দিকে। অবিরত রাত্রিদিন
মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার হয়ে আসে ক্ষীণ!
পরিস্ফুট তত্ত্ব তার সীমা দেয় ভাবের চরণে ;
ধূলি ছাড়ি একেবারে ঊর্দ্ধমুখে অনন্তগগণে
উড়িতে সে নাহি পারে সঙ্গীতের মতন স্বাধীন
মেলি দিয়া সপ্তস্বর সপ্তপক্ষ অর্থভারহীন!
প্রভাতের শুভ্র ভাষা বাক্যহীন প্রত্যক্ষ কিরণ
জগতের মর্ম্মদ্বার মুহূর্ত্তেকে করি উদ্ঘাটন
নির্ব্বারিত করি দেয় ত্রিলোকের গীতের ভাণ্ডার ;
যামিনীর শান্তিবাণী ক্ষণমাত্রে অনন্ত সংসার
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, বাক্যহীন পরম নিষেধ
বিশ্বকর্ম্ম-কোলাহল মন্ত্রবলে করি দিয়া ভেদ
নিমেষে নিবায়ে দেয় সর্ব্ব খেদ সকল প্রয়াস,
জীবলোক মাঝে আনে মরণের বিপুল আভাস ;
নক্ষত্রের ধ্রুব ভাষা অনির্ব্বাণ অনলের কণা
জ্যোতিষ্কের সূচিপত্রে আপনার করিছে সূচনা
নিত্যকাল মহাকাশে ; দক্ষিণের সমীরের ভাষা
কেবল নিঃশ্বাসমাত্রে নিকুঞ্জে জাগায় নব আশা,

দুর্গম পল্লব দুর্গে অরণ্যের ঘন অন্তঃপুরে
নিমেষে প্রবেশ করে, নিয়ে যায় দূর হতে দূরে
যৌবনের জয়গান ;—সেই মত প্রত্যক্ষ প্রকাশ
কোথা মানবের বাক্যে, কোথা সেই অনন্ত আভাস,
কোথা সেই অর্থভেদী অভ্রভেদী সঙ্গীত উচ্ছ্বাস,
আত্মবিদারণকারী মর্ম্মান্তিক মহান্ নিশ্বাস!
মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান্ অশ্বরাজ সম
উদ্দাম সুন্দর গতি,—সে আশ্বাসে ভাসে চিত্ত মম!
সূর্য্যেরে বহিয়া যথা ধায় বেগে দিব্য অগ্নিতরী
মহাব্যোম-নীলসিন্ধু প্রতিদিন পারাপার করি ;
ছন্দ সেই অগ্নিসম বাক্যেরে করিব সমর্পণ
যাবে চলি মর্ত্ত্যসীমা অবাধে করিয়া সন্তরণ,
গুরুভার পৃথিবীরে টানিয়া লইবে ঊর্দ্ধপানে,
কথারে ভাবের স্বর্গে, মানবেরে দেবপীঠস্থানে!
মহাম্বুধি যেইমত ধ্বনিহীন স্তব্ধ ধরণীরে
বাঁধিয়াছে চতুর্দ্দিকে অন্তহীন নৃত্য গীতে ঘিরে,—
তেমনি আমার ছন্দ, ভাষারে ঘেরিয়া আলিঙ্গনে
গাবে যুগে যুগান্তরে সরল গম্ভীর কলস্বনে
দিক্ হতে দিগন্তরে মহামানবের স্তবগান,—
ক্ষণস্থায়ী নরজন্মে মহৎ মর্য্যাদা করি দান!

হে দেবর্ষি, দেবদূত, নিবেদিয়ো পিতামহ-পায়ে
স্বর্গ হতে যাহা এল স্বর্গে তাহা নিয়োনা ফিরায়ে!
দেবতার স্তবগীতে দেবেরে মানব করি আনে,
তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দে গানে!
ভগবন্, ত্রিভুবন তোমাদের প্রত্যক্ষে বিরাজে
কহ মোরে কার নাম অমর বীণার ছন্দে বাজে!
কহ মোরে বীর্য্য কার ক্ষমারে করেনা অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্ম্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মত,
মহৈশ্বর্য্যে আছে নম্র, মহা দৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম,—
কহ মোরে সর্ব্বদর্শী হে দেবর্ষি তাঁর পুণ্য নাম!"
নারদ কহিলা ধীরে "অযোধ্যার রঘুপতি রাম!"

"জানি আমি জানি তাঁরে, শুনেছি তাঁহার কীর্ত্তিকথা,
কহিলা বাল্মীকি, "তবু নাহি জানি সমগ্র বারতা,
সকল ঘটনা তাঁর—ইতিবৃত্ত রচিব কেমনে!
পাছে সত্যভ্রষ্ট হই, এই ভয় জাগে মোর মনে!"

নারদ কহিলা হাসি, "সেই সত্য, যা' রচিবে তুমি,
ঘটে যা' তা' সব সত্য নহে! কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"
এত বলি দেবদূত মিলাইল দিব্য-স্বপ্ন-হেন
সুদূর সপ্তর্ষি লোকে। বাল্মীকি বসিলা ধ্যানাসনে,
তমসা রহিল মৌন, স্তব্ধতা জাগিল তপোবনে

সতী। *

রণক্ষেত্র।

অমাবাই ও বিনায়ক রাও।

অমাবাই।

পিতা!

বিনায়ক রাও।

পিতা! আমি তোর পিতা! পাপীয়সি
স্বাতন্ত্র্যচারিণী! যবনের গৃহে পশি
ম্লেচ্ছগলে দিলি মালা কুলকলঙ্কিনী!
আমি তোর পিতা!

* মিস্ ম্যানিং সম্পাদিত ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান্ অ্যাসোসিয়েশনের পত্রিকায় মারাঠী গাথা সম্বন্ধে অ্যাকওয়র্থ্ সাহেব রচিত প্রবন্ধ বিশেষ হইতে বর্ণিত ঘটনা সংগৃহীত।

৫

অমাবাই।

অন্যায় সমরে জিনি
স্বহস্তে বধিলে তুমি পতিরে আমার,
হায় পিতা, তবু তুমি পিতা! বিধবার
অশ্রুপাতে পাছে লাগে মহা অভিশাপ
তব শিরে, তাই আমি দুঃসহ সন্তাপ
রুদ্ধ করি রাখিয়াছি এ বক্ষ পঞ্জরে!
তুমি পিতা, আমি কন্যা, বহুদিন পরে
হয়েছে সাক্ষাৎ দোঁহে সময় অঙ্গনে
দারুণ নিশীথে! পিতঃ প্রণমি' চরণে
পদধূলি তুলি শিরে লইব বিদায়!
আজ যদি নাহি পার ক্ষমিতে কন্যায়
আমি তবে ভিক্ষা মাগি বিধাতার ক্ষমা
তোমা লাগি পিতৃদেব!

বিনায়ক রাও।

কোথা যাবি অমা!
ধিক্ অশ্রুজল! ওরে দুর্ভাগিনী নারী
যে বৃক্ষে বাঁধিলি নীড় ধর্ম্ম না বিচারি'
সে ত বজ্রাহত দগ্ধ, যাবি কার কাছে
ইহকাল-পরকাল হারা!

অমাবাই।

পুত্র আছে—

বিনায়ক রাও।

থাক্ পুত্র! ফিরে আর চাস্‌নে পশ্চাতে
পাতকের ভগ্নশেষ পানে! আজ রাতে
শোণিত-তর্পণে তোর প্রায়শ্চিত্ত শেষ,—
যবনের গৃহে তোর নাহিক প্রবেশ
আর কভু! বল্ তবে কোথা যাবি আজ!

অমাবাই।

হে নির্দ্দয়! আছে মৃত্যু, আছে যমরাজ,
পিতা হতে স্নেহময়, মুক্তদ্বারে যাঁর
আশ্রয় মাগিয়া কেহ ফিরে নাই আর!

বিনায়ক রাও।

মৃত্যু? বৎসে! হা দুর্ম্মতে! পরম পাবক
নির্ম্মল উদার মৃত্যু—সকল পাতক
করে গ্রাস—সিন্ধু যথা সকল নদীর
সব পঙ্করাশি! সেই মৃত্যু সুগভীর
তোর মুক্তি গতি! কিন্তু মৃত্যু আজ না সে,
নহে হেথা! চল্ তবে দূর তীর্থবাসে
সলজ্জ স্বজন আর সক্রোধ সমাজ
পরিহরি; বিসর্জ্জি কলঙ্ক ভয় লাজ
জন্মভূমি ধূলিতলে। সেথা গঙ্গাতীরে
নবীন নির্ম্মল বায়ু;—স্বচ্ছ পুণ্যনীরে
তিন সন্ধ্যা স্নান করি', নির্জ্জন কুটীরে

শিব শিব শিব নাম জপি শান্ত মনে,
সুদূর মন্দির হতে সায়াহ্ন পবনে
শুনিয়া আরতিধ্বনি,—একদিন কবে
আয়ুঃশেষে মৃত্যু তোরে লইবে নীরবে,—
পতিত কুসুমে লয়ে পঙ্ক ধুয়ে তার
গঙ্গা যথা দেয় তারে পূজ্য উপহার
সাগরের পদে!

অমাবাই।

পুত্র মোর!

বিনায়ক রাও।

তার কথা
দূর কর্! অতীত-নির্ম্মুক্ত পবিত্রতা
ধৌত করে দিক্ তোরে! সদ্য শিশুসম
আরবার আয় বৎসে পিতৃকোলে মম
বিস্মৃতি মাতার গর্ভ হতে! নব দেশে,
নব তরঙ্গিনীতীরে, শুভ্র হাসি হেসে
নবীন কুটীরে মোর জ্বালাবি আলোক
কন্যার কল্যাণ করে!

অমাবাই।

জ্বলে পতি শোক,
বিশ্ব হেরি ছায়াসম; তোমাদের কথা
দূর হতে আনে কানে ক্ষীণ অস্ফুটতা,

পশে না হৃদয়মাঝে! ছেড়ে দাও মোরে,
ছেড়ে দাও! পতিরক্তসিক্ত স্নেহডোরে
বেঁধো না আমায়!

বিনায়ক রাও।

কন্যা নহেক পিতার!
শাখাচ্যুত পুষ্প শাখে ফিরেনাক আর!
কিন্তু রে শুধাই তোরে কারে ক'স্ পতি
লজ্জাহীনা! কাঁড়ি নিল যে ম্লেচ্ছ দুর্ম্মতি
জীবাজির প্রসারিত বরহস্ত হতে
বিবাহের রাত্রে তোরে—বঞ্চিয়া কপোতে
শ্যেন যথা লয়ে যায় কপোত-বধূরে
আপনার ম্লেচ্ছ নীড়ে,—সে দুষ্ট দস্যুরে
পতি ক'স্ তুই!—সে রাত্রি কি মনে পড়ে?
বিবাহ সভায় সবে উৎসুক অন্তরে
বসে আছি,—শুভলগ্ন হল গতপ্রায়,—
জীবাজি আসে না কেন সবাই শুধায়,
চায় পথপানে। দেখা দিল হেনকালে
মশালের রক্তরশ্মি নিশীথের ভালে,
শুনা গেল বাদ্যরব। হর্ষে উচ্ছ্বসিল
অন্তঃপুরে হুলুধ্বনি। দুয়ারে পশিল
শতেক শিবিকা; কোথা জীবাজি কোথায়
শুধাতে না শুধাতেই, ঝটিকার প্রায়

অকস্মাৎ কোলাহলে হতবুদ্ধি করি'
মুহূর্ত্তের মাঝে তোরে বলে অপহরি
কে কোথা মিলাল! ক্ষণপরে নতশিরে
জীবাজি বন্ধনমুক্ত এল ধীরে ধীরে—
শুনিনু কেমনে তারে বন্দী করি পথে,
লয়ে তার দীপমালা, চড়ি তার রথে,
কাড়ি লয়ে পরি তার বর-পরিচ্ছদ
বিজাপুর যবনের রাজসভাসদ্
দস্যুবৃত্তি করি গেল! সে দারুণরাতে
হোমাগ্নি করিয়া স্পর্শ জীবাজির সাথে
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি—দস্যুরক্তপাতে
লব এর প্রতিশোধ। বহুদিন পরে
হয়েছি সে পণমুক্ত। নিশীথ সময়ে
জীবাজি ত্যজিয়া প্রাণ বীরের সদ্গতি
লভিয়াছে। রে বিধবা, সেই তোর পতি,—
দস্যু সে ত ধর্ম্মনাশী!

অমাবাই।

ধিক্ পিতা, ধিক্!
বধেছ পতিরে মোর—আরো মর্ম্মান্তিক
এই মিথ্যা বাক্যশেল! তব ধর্ম্ম কাছে
পতিত হয়েছি, তবু মম ধর্ম্ম আছে
সমুজ্জ্বল! পত্নী আমি, নহি সেবাদাসী!

বরমাল্যে বরেছিনু তাঁরে ভালবাসি
শ্রদ্ধাভরে; ধরেছিনু পতির সন্তান
গর্ব্ভে মোর,—বলে করি নাই আত্মদান!
মনে আছে দুই পত্র একদিন রাতে
পেয়েছিনু অন্তঃপুরে গুপ্তদূতী হাতে।
তুমি লিখেছিলে শুধু,—"হান তারে ছুরি,"
মাতা লিখেছিল "পত্রে বিষ দিনু পুরি
কর তাহা পান!" যদি বলে পরাজিত
অসহায় সতীধর্ম্ম কেহ কেড়ে নিত
তা হলে কি এতদিন হত না পালন
তোমাদের সে আদেশ? হৃদয় অর্পণ
করেছিনু বীরপদে। যবন ব্রাহ্মণ
সে ভেদ কাহার ভেদ? ধর্ম্মের সে নয়।
অন্তরের অন্তর্য্যামী যেথা জেগে রয়
সেথায় সমান দোঁহে! মাঝে মাঝে তবু
সংস্কার উঠিত জাগি;—কোন দিন কভু
নিগূঢ় ঘৃণার বেগ শিরায় অধীর
হানিত বিদ্যুৎকম্প,—অবাধ্য শরীর
সঙ্কোচে কুঞ্চিত হত;—কিন্তু তারো পরে
সতীত্ব হয়েছে জয়ী! পূর্ণ ভক্তিভরে
করেছি পতির পূজা; হয়েছি যবনী
পবিত্র অন্তরে; নহি পতিতা রমণী,—

পরিতাপে অপমানে অবনতশিরে
মোর পতিধর্ম্ম হতে নাহি যাব ফিরে
ধর্ম্মান্তরে অপরাধীসম !—এ কি, এ কি !
নিশীথের উল্কাসম এ কাহারে দেখি
ছুটে আসে মুক্তকেশে !

রমাবাইয়ের প্রবেশ।

জননী আমার !
কখনো যে দেখা হবে এ জনমে আর
হেন ভাবি নাই মনে ! মাগো মা জননি
দেহ তব পদধূলি !

রমাবাই।

ছুঁস্‌নে যবনী
পাতকিনী !

অমাবাই।

কোন পাপ নাই মোর দেহে,—
নির্ম্মল তোমারি মত !

রমাবাই।

যবনের গেহে ,
কার কাছে সমর্পিলি ধর্ম্ম আপনার ?

অমাবাই।

পতি কাছে!

রমাবাই।

পতি! ম্লেচ্ছ, পতি সে তোমার!
জানিস্ কাহারে বলে পতি! নষ্টমতি,
ভ্রষ্টাচার! রমণীর সে যে এক গতি,
একমাত্র ইষ্টদেব! ম্লেচ্ছ মুসল্‌মান,
ব্রাহ্মণ কন্যার পতি! দেবতা সমান!

অমাবাই।

উচ্চ বিপ্রকুলে জন্মি' তবুও যবনে
ঘৃণা করি নাই আমি, কায়বাক্যেমনে
পূজিয়াছি পতি বলি'; মোরে করে ঘৃণা
এমন কে সতী আছে? নহি আমি হীনা
জননী তোমার চেয়ে,—হবে মোর গতি
সতীস্বর্গলোকে!

রমাবাই।

সতী তুমি!

অমাবাই।

আমি সতী!

রমাবাই।

জানিস্ মরিতে অসঙ্কোচে!

অমাবাই।

জানি আমি।

রমাবাই।

তবে জ্বাল চিতানল! ওই তোর স্বামী
পড়িয়া সমরভূমে।

অমাবাই।

জীবাজি?

রমাবাই।

জীবাজি।

বাক্‌দত্ত পতি তোর। তারি ভস্মে আজি
ভস্ম মিলাইতে হবে! বিবাহ রাত্রির
বিফল হোমাগ্নিশিখা শ্মশানভূমির
ক্ষুধিত চিতাগ্নিরূপে উঠেছে জাগিয়া;
আজি রাত্রে সে রাত্রির অসমাপ্ত ক্রিয়া
হবে সমাপন!

বিনায়ক রাও।

যাও বৎসে, যাও ফিরে
তব পুত্র কাছে, তব শোকতপ্ত নীড়ে!
দারুণ কর্ত্তব্য মোর নিঃশেষ করিয়া
করেছি পালন,—যাও তুমি! … অয়ি প্রিয়া
বৃথা করিতেছ ক্ষোভ! যে নব শাখারে
আমাদের বৃক্ষ হতে কঠিন কুঠারে

ছিন্ন করি নিয়ে গেল বনান্তর ছায়ে,
সেথা যদি বিশীর্ণা সে মরিত শুকায়ে
অগ্নিতে দিতাম তারে ; সে যে ফলেফুলে
নব প্রাণে বিকশিত, নব নব মূলে
নূতন মৃত্তিকা ছেয়ে। সেথা তার প্রীতি,
সেথাকার ধর্ম্ম তার, সেথাকার রীতি।
অন্তরের যোগসূত্র ছিঁড়েছে যখন
তোমার নিয়মপাশ নির্জ্জীব বন্ধন
ধর্ম্মে বাঁধিছে না তারে, বাঁধিতেছে বলে।
ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও !—যাও বৎসে চলে,
যাও তব গৃহকর্ম্মে ফিরে,—যাও তব
স্নেহপ্রীতিজড়িত সংসারে,—অভিনব
ধর্ম্মক্ষেত্র মাঝে ! এস প্রিয়ে, মোরা দোঁহে
চলে যাই তীর্থধামে কাটি মায়ামোহে
সংসারের দুঃখ সুখ চক্র আবর্ত্তন
ত্যাগ করি',—

রমাবাই।

তার আগে করিব ছেদন
আমার সংসার হতে পাপের অঙ্কুর
যতগুলি জন্মিয়াছে। করি যাব দূর
আমার গর্ব্বের লজ্জা। কন্যার কুযশে
মাতার সতীত্বে যেন কলঙ্ক পরশে।

অনলে অঙ্গারসম সে কলঙ্ককালী
তুলিব উজ্জ্বল করি চিতানল জ্বালি' !
সতীখ্যাতি রটাইব দুহিতার নামে
সতী মঠ উঠাইব এ শ্মশানধামে
কন্যার ভস্মের পরে।

অমাবাই।

ছাড় লোকলাজ
লোকখ্যাতি,—হে জননী এ নহে সমাজ,
এ মহাশ্মশানভূমি। হেথা পুণ্যপাপ
লোকের মুখের বাক্যে করিয়োনা মাপ,—
সত্যেরে প্রত্যক্ষ কর মৃত্যুর আলোকে,
সতী আমি। ঘৃণা যদি করে মোরে লোকে
তবু সতী আমি। পরপুরুষের সনে
মাতা হয়ে বাঁধ যদি মৃত্যুর মিলনে
নির্দ্দোষী কন্যারে—লোকে তোরে ধন্য কবে-
কিন্তু মাতঃ নিত্যকাল অপরাধী র'বে
শ্মশানের অধীশ্বর পদে !

রমাবাই।

জ্বাল চিতা,
সৈন্যগণ ! ঘের আসি বন্দিনীরে !

অমাবাই।

পিতা !

বিনায়ক রাও।

ভয় নাই, ভয় নাই! হায় বৎসে হায়
মাতৃহস্ত হতে আজি রক্ষিতে তোমায়
পিতারে ডাকিতে হল!—যেই হস্তে তোরে
বক্ষে বেঁধে রেখেছিনু, কে জানিত ওরে
ধর্ম্মেরে করিতে রক্ষা, দোষীরে দণ্ডিতে
সেই হস্তে একদিন হইবে খণ্ডিতে
তোমারি সৌভাগ্যসূত্র হে বৎসে আমার!

অমাবাই।

পিতা!

বিনায়ক রাও।

আয় বৎসে! বৃথা আচার বিচার
পুত্রে লয়ে মোর সাথে আয় মোর মেয়ে
আমার আপন ধন! সমাজের চেয়ে
হৃদয়ের নিত্যধর্ম্ম সত্য চিরদিন!
পিতৃস্নেহ নির্ব্বিচার বিকারবিহীন
দেবতার বৃষ্টিসম,—আমার কন্যারে
সেই শুভ স্নেহ হতে কে বঞ্চিতে পারে
কোন্ শাস্ত্র, কোন্ লোক, কোন্ সমাজের
মিথ্যা বিধি, তুচ্ছ ভয়!

রমাবাই।

কোথা যাস্! ফের্!

রে পাপিষ্ঠে, ওই দেখ্ তোর লাগি প্রাণ
যে দিয়েছে রণভূমে,—তার প্রাণদান
নিষ্ফল হবে না,—তোরে লইবে সে সাথে
বরবেশে, ধরি তোর মৃত্যুপূত হাতে
শূরস্বর্গ মাঝে ! শুন, যত আছ বীর,
তোমরা সকলে ভক্ত ভৃত্য জীবাজির,—
এই তাঁর বাক্‌দত্তা বধূ,—চিতানলে
মিলন ঘটায়ে দাও মিলিয়া সকলে
প্রভুকৃত্য শেষ কর !

সৈন্যগণ।

ধন্য পুণ্যবতী !

অমাবাই।

পিতা !

বিনায়ক রাও।

ছাড় তোরা !

সৈন্যগণ।

যিনি এ নারীর পতি
তাঁর অভিলাষ মোরা করিব পূরণ।

বিনায়ক রাও।

পতি এঁর স্বধর্ম্মী যবন।

সেনাপতি।

সৈন্যগণ,

বাঁধ বৃদ্ধ বিনায়কে!

অমাবাই।

মাতঃ! পাপীয়সি!

পিশাচিনি!

রমাবাই।

মূঢ় তোরা কি করিস্ বসি!

বাজা বাদ্য, কর জয়ধ্বনি!

সৈন্যগণ।

জয় জয়!

অমাবাই।

নারকিনী!

সৈন্যগণ।

জয় জয়!

রমাবাই।

রটা বিশ্বময়

সতী অমা!

অমাবাই।

জাগ, জাগ, জাগ ধর্ম্মরাজ!

শ্মশানের অধীশ্বর, জাগ তুমি আজ!

হের তব মহারাজ্যে করিছে উৎপাত

ক্ষুদ্র শক্র,—জাগ,' তারে কর বজ্রাঘাত
দেবদেব! তব নিত্যধর্ম্মে কর জয়ী
ক্ষুদ্র ধর্ম্ম হতে!

রমাবাই।

বল্ জয় পুণ্যময়ী,
বল্ জয় সতী!

সৈন্যগণ।

জয় জয় পুণ্যবতী!

অমাবাই।

পিতা, পিতা, পিতা মোর!

সৈন্যগণ।

ধন্য ধন্য সতী!

২০ শে কার্ত্তিক ১৩০৪।

নরক বাস।

নেপথ্যে।

কোথা যাও মহারাজ!

সোমক।

কে ডাকে আমারে

দেবদূত? মেঘলোকে ঘন অন্ধকারে
দেখিতে না পাই কিছু,—হেথা ক্ষণকাল
রাখ তব স্বর্গরথ!

নেপথ্যে।

ও গো নরপাল

নেমে এস! নেমে এস হে স্বর্গ-পথিক!

সোমক।

কে তুমি কোথায় আছ?

নেপথ্যে।

আমি সে ঋত্বিক

মর্ত্ত্যে তব ছিনু পুরোহিত।

সোমক।

ভগবন্,

নিখিলের অশ্রু যেন করেছে সৃজন
বাষ্প হয়ে এই মহা অন্ধকার লোক,—
সূর্য্যচন্দ্রতারাহীন ঘনীভূত শোক

নিঃশব্দে রয়েছে চাপি দুঃস্বপ্ন মতন
নভস্তল,—হেথা কেন তব আগমন?

প্রেতগণ।

স্বর্গের পথের পার্শ্বে এ বিষাদ লোক,
এ নরকপুরী। নিত্য নন্দন আলোক
দূর হতে দেখা যায়,—স্বর্গযাত্রীগণে
অহোরাত্রি চলিয়াছে, রথচক্রস্বনে
নিদ্রাতন্দ্রা দূর করি ঈর্ষ্যা-জর্জ্জরিত
আমাদের নেত্র হতে। নিম্নে মর্ম্মরিত
ধরণীর বনভূমি,—সপ্ত পারাবার
চিরদিন করে গান—কলধ্বনি তার
হেথা হতে শুনা যায়!

ঋত্বিক।

মহারাজ, নাম'
তব দেবরথ হতে!

প্রেতগণ।

ক্ষণকাল থাম
আমাদের মাঝখানে! ক্ষুদ্র এ প্রার্থনা
হতভাগ্যদের! পৃথিবীর অশ্রুকণা
এখনো জড়ায়ে আছে তোমার শরীর,
সদ্যছিন্ন পুষ্পে যথা বনের শিশির।
মাটির, তৃণের, গন্ধ, ফুলের, পাতার,

শিশুর, নারীর, হায়, বন্ধুর, ভ্রাতার
বহিয়া এনেছ তুমি! ছয়টি ঋতুর
বহুদিনরজনীর বিচিত্র মধুর
সুখের সৌরভ রাশি!

সোমক।

গুরুদেব, প্রভো,
এ নরকে কেন তব বাস?

ঋত্বিক।

পুত্রে তব
যজ্ঞে দিয়েছিনু বলি—সে পাপে এ গতি
মহারাজ!

প্রেতগণ।

কহ সে কাহিনী, নরপতি,
পৃথিবীর কথা! পাতকের ইতিহাস
এখনো হৃদয়ে হানে কৌতুক উল্লাস!
রয়েছে তোমার কণ্ঠে মর্ত্ত্যরাগিণীর
সকল মূর্চ্ছনা, সুখদুঃখকাহিনীর
করুণ কম্পন! কহ তব বিবরণ
মানবভাষায়!

সোমক।

হে ছায়া-শরীরীগণ
সোমক আমার নাম, বিদেহ-ভূপতি।

বহু বর্ষ আরাধিয়া দেব দ্বিজ যতী
বহু যাগ যজ্ঞ করি, প্রাচীন বয়সে
এক পুত্র লভেছিনু,—তারি স্নেহবশে
রাত্রিদিন আছিলাম আপনা-বিস্মৃত!
সমস্ত সংসার-সিন্ধু-মথিত-অমৃত
ছিল সে আমার শিশু। মোর বৃন্ত ভরি
একটি সে শ্বেতপদ্ম, সম্পূর্ণ আবরি
ছিল সে আমারে! আমার হৃদয়
ছিল তারি মুখপরে—সূর্য্য যথা রয়
ধরণীর পানে চেয়ে! হিমবিন্দুটিরে
পদ্মপত্র যত ভয়ে ধরে রাখে শিরে
সেই মত রেখেছিনু তারে! সুকঠোর
ক্ষাত্রধর্ম্ম রাজধর্ম্ম স্নেহপানে মোর
চাহিতে সরোষচক্ষে; দেবী বসুন্ধরা
অবহেলা-অবমানে হইত কাতরা,
রাজলক্ষ্মী হত লজ্জামুখী।
সভামাঝে
একদা অমাত্যসাথে ছিনু রাজকাজে
হেনকালে অন্তঃপুরে শিশুর ক্রন্দন
পশিল আমার কর্ণে! ত্যজি সিংহাসন
দ্রুত ছুটে চলে গেনু ফেলি সর্ব্বকাজ।

ঋত্বিক।

সে মুহূর্ত্তে প্রবেশিনু রাজসভামাঝ
আশিষ করিতে নৃপে ধান্যদূর্ব্বাকরে
আমি রাজপুরোহিত। ব্যগ্রতার ভরে
আমারে ঠেলিয়া রাজা গেলেন চলিয়া,
অর্ঘ্য পড়ি গেল ভূমে। উঠিল জ্বলিয়া
ব্রাহ্মণের অভিমান। ক্ষণকাল পরে
ফিরিয়া আসিলা রাজা লজ্জিত অন্তরে।
আমি শুধালেম তাঁরে, কহ হে রাজন্
কি মহা অনর্থপাত দুর্দ্দৈব ঘটন
ঘটেছিল, যার লাগি ব্রাহ্মণেরে ঠেলি
অন্ধ অবজ্ঞার বশে,—রাজকর্ম্ম ফেলি,
না শুনি বিচারপ্রার্থী প্রজাদের যত
আবেদন, পররাষ্ট্র হতে সমাগত
রাজদূতগণে নাহি করি সম্ভাষণ,
সামন্ত রাজন্যগণে না দিয়া আসন,
প্রধান অমাত্য সবে রাজ্যের বারতা
না করি জিজ্ঞাসাবাদ, না করি শিষ্টতা
অতিথি সজ্জন গুণীজনে—অসময়ে
ছুটি গেলা অন্তঃপুরে মত্তপ্রায় হয়ে
শিশুর ক্রন্দন শুনি? ধিক্ মহারাজ,
লজ্জায় আনত শির ক্ষত্রিয় সমাজ

তব মুগ্ধব্যবহারে, শিশু-ভুজপাশে
বন্দী হয়ে আছ পড়ি দেখে সবে হাসে
শত্রুদল দেশে দেশে,—নীরব সঙ্কোচে
বন্ধুগণ সঙ্গোপনে অশ্রুজল মোছে!

সোমক।

ব্রাহ্মণের সেই তীব্র তিরস্কার শুনি
অবাক্ হইল সভা!—পাত্রমিত্র গুণী
রাজগণ প্রজাগণ রাজদূত সবে
আমার মুখের পানে চাহিল নীরবে
ভীত কৌতূহলে! রোষাবেশ ক্ষণতরে
উত্তপ্ত করিল রক্ত;—মুহূর্ত্তেক পরে
লজ্জা আসি করি দিল দ্রুত পদাঘাত
দৃপ্ত রোষ সর্পশিরে! করি প্রণিপাত
গুরুপদে—কহিলাম বিনম্র বিনয়ে—
ভগবন্, শান্তি নাই এক পুত্র লয়ে,
ভয়ে ভয়ে কাটে কাল! মোহবশে তাই
অপরাধী হইয়াছি—ক্ষমা ভিক্ষা চাই!
সাক্ষী থাক মন্ত্রী সবে, হে রাজন্যগণ
রাজার কর্ত্তব্য কভু করিয়া লঙ্ঘন
খর্ব্ব করিব না,-আর ক্ষত্রিয় গৌরব!

ঋত্বিক।

কুণ্ঠিত আনন্দে সভা রহিল নীরব!

আমি শুধু কহিলাম বিদ্বেষের তাপ
অন্তরে পোষণ করি—এক-পুত্র-শাপ
দূর করিবারে চাও—পন্থা আছে তারো,—
কিন্তু সে কঠিন কাজ, পার কি না পার
ভয় করি! শুনিয়া সগর্ব্বে মহারাজ
কহিলেন—নাহি হেন সুকঠিন কাজ
পারি না করিতে যাহা ক্ষত্রিয় তনয়—
কহিলাম স্পর্শি তব পাদপদ্মদ্বয়!
শুনিয়া কহিনু মৃদু হাসি',—হে রাজন্
শুন তবে! আমি করি যজ্ঞ-আয়োজন,
তুমি হোম কর দিয়ে আপন সন্তান।
তারি মেদ-গন্ধ-ধূম করিয়া আঘ্রাণ
মহিষীরা হইবেন শত পুত্রবতী—
কহিনু নিশ্চয়!—শুনি নীরব নৃপতি
রহিলেন নত শিরে! সভাস্থ সকলে
উঠিল ধিক্কার দিয়া উচ্চ কোলাহলে!
কর্ণে হস্ত রুধি কহে যত বিপ্রগণ
ধিক্ পাপ এ প্রস্তাব!—নৃপতি তখন
কহিলেন ধীরস্বরে—তাই হবে প্রভু,
ক্ষত্রিয়ের পণ মিথ্যা হইবে না কভু!
তখন নারীর আর্ত্ত বিলাপে চৌদিক্
কাঁদি উঠে,—প্রজাগণ করে ধিক্ ধিক্,

বিদ্রোহ জাগাতে চায় যত সৈন্যদল
ঘৃণাভরে। নৃপ শুধু রহিলা অটল।
জ্বলিল যজ্ঞের বহ্নি। যজন সময়ে
কেহ নাই,—কে আনিবে রাজার তনয়ে
অন্তঃপুর হতে বহি! রাজভৃত্য সবে
আজ্ঞা মানিল না কেহ। রহিল নীরবে
মন্ত্রীগণ। দ্বাররক্ষী মুছে চক্ষুজল,
অস্ত্র ফেলি চলি গেল যত সৈন্যদল!
আমি ছিন্নমোহপাশ, সর্ব্বশাস্ত্র-জ্ঞানী,
হৃদয়-বন্ধন সব মিথ্যা বলে' মানি,—
প্রবেশিনু অন্তঃপুরমাঝে। মাতৃগণ
শত-শাখা-অন্তরালে ফুলের মতন
রেখেছেন অতিযত্নে বালকেরে ঘেরি
কাতর উৎকণ্ঠাভরে। শিশু মোরে হেরি
হাসিতে লাগিল উচ্চে দুই বাহু তুলি;—
জানাইল অর্দ্ধস্ফুট কাকলী আকুলি'—
মাতৃব্যূহ ভেদ করে' নিয়ে যাও মোরে!
বহুক্ষণ বন্দী থাকি খেলাবার তরে
ব্যগ্র তার শিশুহিয়া। কহিলাম হাসি
মুক্তি দিব এ নিবিড় স্নেহবন্ধ নাশি',
আয় মোর সাথে! এত বলি বল করি
মাতৃগণ অঙ্ক হতে লইলাম হরি।

সহাস্য শিশুরে। পায়ে পড়ি দেবীগণ
পথ রুধি আর্ত্তকণ্ঠে করিল ক্রন্দন—
আমি চলে এনু বেগে! বহ্নি উঠে জ্বলি—
দাঁড়ায়ে রয়েছে রাজা পাষাণ পুত্তলি।
কম্পিত প্রদীপ্ত শিখা হেরি হর্ষ ভরে
কলহাস্যে নৃত্য করি' প্রসারিত করে
ঝাঁপাইতে চাহে শিশু! অন্তঃপুর হতে
শতকণ্ঠে উঠে আর্ত্তস্বর! রাজপথে
অভিশাপ উচ্চারিয়া যায় বিপ্রগণ
নগর ছাড়িয়া! কহিলাম, হে রাজন্
আমি করি মন্ত্রপাঠ, তুমি এরে লও,
দাও অগ্নিদেবে!

সোমক।

ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও
কহিয়োনা আর!

প্রেতগণ।

থাম থাম ধিক্ ধিক্!
পূর্ণ মোরা বহু পাপে, কিন্তু রে ঋত্বিক
শুধু একা তোর তরে একটি নরক
কেন সৃজে নাই বিধি! খুঁজি যমলোক
তব সহবাসযোগ্য নাহি মিলে পাপী!

দেবদূত।

মহারাজ এ নরকে ক্ষণকাল যাপি'
নিষ্পাপে সহিছ কেন পাপীর যন্ত্রণা ?
উঠ স্বর্গরথে—থাক্ বৃথা আলোচনা
নিদারুণ ঘটনার!

সোমক।

রথ যাও লয়ে
দেবদূত! নাহি যাব বৈকুণ্ঠ আলয়ে!
তব সাথে মোর গতি নরক মাঝারে
হে ব্রাহ্মণ! মত্ত হয়ে ক্ষাত্র-অহঙ্কারে
নিজ কর্ত্তব্যের ত্রুটি করিতে ক্ষালন
নিষ্পাপ শিশুরে মোর করেছি অর্পণ
হুতাশনে, পিতা হয়ে। বীর্য্য আপনার
নিন্দুকসমাজমাঝে করিতে প্রচার
নরধর্ম্ম রাজধর্ম্ম পিতৃধর্ম্ম হায়
অনলে করেছি ভস্ম! সে পাপ জ্বালায়
জ্বলিয়াছি আমরণ,—এখনো সে তাপ
অন্তরে দিতেছে দাগি নিত্য অভিশাপ!
হায় পুত্র, হায় বৎস নবনী-নির্ম্মল,
করুণ কোমলকান্ত, হা মাতৃবৎসল,
একান্ত নির্ভরপর পরম দুর্ব্বল
সরল চঞ্চল শিশু পিতৃ-অভিমানী

অগ্নিরে খেলনাসম পিতৃদান জানি
ধরিলি দু'হাত মেলি বিশ্বাসে নির্ভয়ে!
তার পরে কি ভর্ৎসনা ব্যথিত বিস্ময়ে
ফুটিল কাতর চক্ষে বহ্নিশিখাতলে
অকস্মাৎ! হে নরক, তোমার অনলে
হেন দাহ কোথা আছে যে জিনিতে পারে
এ অন্তর তাপ! আমি যাব স্বর্গদ্বারে!
দেবতা ভুলিতে পারে এ পাপ আমার,
আমি কি ভুলিতে পারি সে দৃষ্টি তাহার,
সে অন্তিম-অভিমান? দগ্ধ হব আমি
নরক অনলমাঝে নিত্য দিনযামী
তবু বৎস তোর সেই নিমেষের ব্যথা,
আচম্বিত বহ্নিদাহে ভীত কাতরতা
পিতৃ মুখপানে চেয়ে,—পরম বিশ্বাস
চকিতে হইয়া ভঙ্গ মহা নিরাশ্বাস,
তার নাহি হবে পরিশোধ!

ধর্ম্মের প্রবেশ।

ধর্ম্ম।

মহারাজ,
স্বর্গ অপেক্ষিয়া আছে তোমাতরে আজ,
চল ত্বরা করি!

সোমক।

সেথা মোর নাহি স্থান
ধর্ম্মরাজ! বধিয়াছি আপন সন্তান
বিনা পাপে!

ধর্ম্ম।

করিয়াছ প্রায়শ্চিত্ত তার
অন্তর নরকানলে! সে পাপের ভার
ভস্ম হয়ে ক্ষয় হয়ে গেছে! যে ব্রাহ্মণ
বিনা চিত্ত-পরিতাপে পরপুত্রধন
স্নেহবন্ধ হতে ছিঁড়ি করেছে বিনাশ
শাস্ত্রজ্ঞান-অভিমানে, তারি হেথা বাস
সমুচিত!

ঋত্বিক।

যেয়োনা যেয়োনা তুমি চলে'
মহারাজ! সর্পশীর্ষ তীব্র ঈর্ষ্যানলে
আমারে ফেলিয়া রাখি যেয়োনা যেয়োনা
একাকী অমরলোকে! নূতন বেদনা
বাড়ায়োনা বেদনায় তীব্র দুর্ব্বিষহ,
স্বজিয়োনা দ্বিতীয় নরক! রহ রহ
মহারাজ, রহ হেথা!

সোমক।

রব তব সহ
হে দুর্ভাগা! তুমি আমি মিলি অহরহ
করিব দারুণ হোম, সুদীর্ঘ যজন
বিরাট নরক হুতাশনে! ভগবন্‌
যতকাল ঋত্বিকের আছে পাপভোগ
ততকাল তার সাথে কর মোরে যোগ—
নরকের সহবাস দাও অনুমতি!

ধর্ম্ম।

মহান্‌ গৌরবে হেথা রহ মহীপতি!
ভালের তিলক হোক্‌ দুঃসহ দহন,
নরকাগ্নি হোক্‌ তব স্বর্ণ সিংহাসন!

প্রেতগণ।

জয় জয় মহারাজ, পুণ্যফলত্যাগী!
নিষ্পাপ নরকবাসী! হে মহা বৈরাগী!
পাপীর অন্তরে কর গৌরব সঞ্চার
তব সহবাসে! কর নরক উদ্ধার!
বস আসি দীর্ঘ যুগ মহা শত্রু সনে
প্রিয়তম মিত্রসম এক দুঃখাসনে!
অতি উচ্চ বেদনার আগ্নেয় চূড়ায়

জ্বলন্ত মেঘের সাথে দীপ্ত সূর্য্য প্রায়
দেখা যাবে তোমাদের যুগল মূরতি
নিত্যকাল উদ্ভাসিত অনির্ব্বাণ জ্যোতি।

৭ই অগ্রহায়ণ। ১৩০৪।

লক্ষ্মীর পরীক্ষা।

ক্ষীরো।

ধনী সুখে করে ধর্ম্মকর্ম্ম
গরীবের পড়ে মাথার ঘর্ম্ম!
তুমি রাণী, আছে টাকা শত শত,
খেলাছলে কর দান ধ্যান ব্রত;
তোমার ত শুধু হুকুম মাত্র;
খাটুনি আমারি দিবসরাত্র!
তবুও তোমারি সুযশ, পুণ্য,
আমার কপালে সকলি শূন্য!

নেপথ্যে।

ক্ষীরি, ক্ষীরি, ক্ষীরো!

ক্ষীরো।

কেন ডাকাডাকি,
নাওয়া খাওয়া সব ছেড়ে দেব না কি?

রাণী কল্যাণীর প্রবেশ।

কল্যাণী।

হল কি! তুই যে আছিস্ রেগেই!

ক্ষীরো।

কাজ যে পিছনে রয়েছে লেগেই!
কতই বা সয় রক্তমাংসে,
কত কাজ করে একটা মানুষে!
দিনে দিনে হল শরীর নষ্ট!

কল্যাণী।

কেন, এত তোর কিসের কষ্ট!

ক্ষীরো।

যেথা যত আছে রামী ও বামী
সকলেরি যেন গোলাম আমি!
হোক্ ব্রাহ্মণ, হোক্ শূদ্দুর,
সেবা করে মরি পাড়াসুদ্ধুর!
ঘরেতে কারো ত চড়ে না অন্ন,

তোমারি ভাঁড়ারে নিমন্তন্ন !
হাড় বের হল বাসন মেজে
সৃষ্টির পান তামাক সেজে !
একা একা এত খেটে যে মরি
মায়া দয়া নেই ?

কল্যাণী।

সে দোষ তোরি !
চাকর দাসী কি টিঁকিতে পারে
তোমার প্রখর মুখের ধারে ?
লোক এলে তুই তাড়াবি তাদের
লোক গেলে শেষে আর্ত্তনাদের
ধুম পড়ে যাবে,—এর কি পথ্যি
আছে কোনরূপ ?

ক্ষীরো।

সে কথা সত্যি !
ময়না আমার,—তাড়াই সাধে !
অন্যায় দেখে পরাণ কাঁদে।
কোথা থেকে যত ডাকাত জোটে,
টাকাকড়ি সব দুহাতে লোটে !
আমি না তাদের তাড়াই যদি
তোমারে তাড়াত আমারে বধি' !

কল্যাণী।

ডাকাত মাধবী, ডাকাত মাধু,
সবাই ডাকাত, তুমিই সাধু!

ক্ষীরো।

আমি সাধু! মাগো, এমন মিথ্যে
মুখেও আনিনে, ভাবিনে চিত্তে!
নিই থুই খাই দুহাত ভরি,
দুবেলা তোমায় আশিষ করি;
কিন্তু তবু সে দু'হাত পরে
দু মুঠোর বেশি কতই ধরে!
ধরে যত আন মানুষ জনকে
তত বেড়ে যায় হাতের সংখ্যে!
হাত যে সৃজন করেছে বিধি,
নেবার জন্যে, জান ত দিদি!
পাড়াপড়শির দৃষ্টি থেকে
কিছু আপনার রাখ ত ঢেকে,
তার পরে বেশি রহিলে বাকি
চাকর বাকর আনিয়ো ডাকি!

কল্যাণী।

একা বটে তুমি! তোমার সাথী
ভাইপো, ভাইঝি, নাতনী নাতি,

হাট বসে গেছে সোনার চাঁদের,
ছুটো করে হাত নেই কি তাঁদের ?
তোর কথা শুনে কথা না সরে,
হাসি পায় ফের রাগও ধরে।

ক্ষীরো।

বেশি রেগে যদি কম হাসি পেত
স্বভাব আমার শুধরিয়ে যেত।

কল্যাণী।

মলেও যাবে না স্বভাবখানি
নিশ্চয় জেনো!

ক্ষীরো।

সে কথা মানি!
তাইত ভরসা মরণ মোরে
নেবে না সহসা সাহস করে!
ঐ যে তোমার দরজা জুড়ে
বসে গেছে যত দেশের কুঁড়ে!
কারো বা স্বামীর জোটে না খাদ্য,
কারো বা বেটার মামীর শ্রাদ্ধ!
মিছে কথা ঝুড়ি ভরিয়া আনে,
নিয়ে যায় ঝুড়ি ভরিয়া দানে!

নিতে চায় নিক্, কত যে নিচ্চে,
চোখে ধূলো দেবে, সেটা কি ইচ্ছে!

কল্যাণী।

কেন তুই মিছে মরিস্ বকে?
ধূলো দেয়, ধূলো লাগে না চোখে!
বুঝি আমি সব,—এটাও জানি
তারা যে গরীব, আমি যে রাণী!
ফাঁকি দিয়ে তারা ঘোচায় অভাব,
আমি দিই, সেটা আমার স্বভাব।
তাদের সুখ সে তারাই জানে,
আমার সুখ সে আমার প্রাণে!

ক্ষীরো।

নুন খেয়ে গুণ গাহিত কভু,
দিয়ে থুয়ে সুখ হইত তবু!
সাম্‌নে প্রণাম পদারবিন্দে,
আড়ালে তোমার করে যে নিন্দে!

কল্যাণী।

সাম্‌নে যা পাই তাই যথেষ্ট,
আড়ালে কি ঘটে জানেন কেষ্ট!
সে যাই হোক্‌গে, শুধাই তোরে

কাল বৈকালে বল্‌ত মোরে
অতিথি-সেবায় অনেকগুলি
কম পড়েছিল চন্দ্রপুলি,—
কেন বা ছিল না রস্‌করা!

ক্ষীরো।

কেন কর মিছে মস্‌করা
দিদি ঠাকরুণ! আপন হাতে
গুণে দিয়েছিনু সবার পাতে
দুটো দুটো করে!

কল্যাণী।

আপন চোখে
দেখেছি পায়নি সকল লোকে,
খালি পাত—

ক্ষীরো।

ওমা তাইত বলি
কোথায় তলিয়ে যায় যে চলি
যত সামিগ্রি দিই আনিয়ে!
ভোলা ময়রার সয়তানী এ!

কল্যাণী।

এক বাটি করে দুধ বরাদ্দ,
আধ বাটি তাও পাওয়া অসাধ্য !

ক্ষীরো।

গয়লা ত নন্ যুধিষ্ঠির !
যত বিষ তব কুদৃষ্টির
পড়েছে আমারি পোড়া অদৃষ্টে,
যত ঝাঁটা সব আমারি পৃষ্ঠে,
হায় হায়—

কল্যাণী।

ঢের হয়েছে, আর্ না,
রেখে দাও তব মিথ্যে কান্না !

ক্ষীরো।

সত্যি কান্না কাঁদেন যাঁরা
ঐ আসচেন ঝেঁটিয়ে পাড়া !

প্রতিবেশিনীগণের প্রবেশ।

প্রতিবেশিনীগণ।

জয় জয় রাণী হও চিরজয়ী !
কল্যাণী তুমি কল্যাণময়ী !

ক্ষীরো।

ওগো রাণীদিদি, শোন্ ওই শোন্,
পাতে যদি কিছু হত অকুলোন
এত গলা ছেড়ে এত খুলে প্রাণ
উঠিত কি তবে জয় জয় তান ?
যদি দু চারটে চন্দ্রপুলি
দৈবগতিকে দিতে না ভুলি
তাহলে কি আর রক্ষে থাক্‌ত,
হজম করতে বাপকে ডাক্‌ত !

কল্যাণী।

আজ ত খাবার হয় নি কষ্ট ?

১ মা।

কত পাতে পড়ে হয়েছে নষ্ট,—
লক্ষ্মীর ঘরে খাবার ত্রুটি ?

কল্যাণী।

হাঁগো, কে তোমার সঙ্গে উটি ?
আগে ত দেখিনি !—

২ মা।

আমার মধু,

তারি উটি হয় নতুন বধূ
এনেছি দেখাতে তোমার চরণে
মাজননী!

ক্ষীরো।

সেটা বুঝেছি ধরণে!

২ য়া।

(বধূর প্রতি) পেণাম করিবে এস এদিকে
এই যে তোমার রাণী দিদিকে!

কল্যাণী।

এস কাছে এস, লজ্জা কাদের?
(আংটি পরাইয়া) আহা মুখখানি দিব্যি ছাঁদের
চেয়ে দেখ্ ক্ষীরি!

ক্ষীরো।

মুখটিত বেশ,
তা চেয়ে তোমার আংটি সরেশ!

২ য়া।

শুধু রূপ নিয়ে কি হবে অঙ্গে
সোনা দানা কিছু আনেনি সঙ্গে!

ক্ষীরো।

যাহা এনেছিল সবি সিন্দুকে
রেখেছ যতনে, বলে নিন্দুকে !

কল্যাণী।

এস ঘরে এস !

ক্ষীরো।

যাও গো ঘরে
সোনা পাবে শুধু বাণীর দরে !

(কল্যাণী ও বধূসহ দ্বিতীয়ার প্রস্থান)

১ মা।

দেখ্‌লি মাগীর কাণ্ড এ কি !

ক্ষীরো।

কারে বাদ্‌ দিয়ে কারে বা দেখি !

৩ য়া।

তা বলে এতটা সহ্য হয় না !

ক্ষীরো।

অন্যের বউ পরলে গয়না
অন্যের তাতে জ্বলে যে অঙ্গ !

৩ য়া।

মাসী জান তুমি কতই রঙ্গ,
এত ঠাট্টাও আছে তোর পেটে,
হাস্‌তে হাস্‌তে নাড়ী যায় ফেটে!

১ মা।

কিন্তু যা বল, আমাদের মাতা
নাই তাঁর্‌ম্মত এত বড় দাতা!

ক্ষীরো।

অর্থাৎ কি না এত বড় হাবা
জন্ম দেয় নি আর কারো বাবা!

৩ য়া।

সে কথা মিথ্যে নয় নিতান্ত।
দেখ্‌না সেদিন কুশী ও ক্ষান্ত
কি ঠকান্‌টাই ঠকালে, মাগো!
আহা মাসী তুমি সাধে কি রাগো!
আমাদেরি গায়ে হয় অসহ্য!

৪ র্থী।

বুড়ো মহারাজা যে ঐশ্বর্য্য
রেখে গেছে সে কি এম্‌নি ভাবে
পাঁচ ভূতে শুধু ঠকিয়ে খাবে!

১ মা।

দেখ্‌লি ত ভাই কানা আন্ধি
কত টাকা পেলে!

৩ য়া।

বুড়ি ঠান্‌ দি
জুড়ে দিলে তার কান্না অস্ত্র
নিয়ে গেল কত শীতের বস্ত্র!

৪ র্থী।

বুড়ি মাগী তার শীত কি এতই!
কাঁথা হলে চলে নিয়ে গেল লুই!
আছে সেটা শেষে চোরের ভাগ্যে,
এ যে বাড়াবাড়ি!

১ মা।

সে কথা যাগ্‌গে!

৪ র্থী।

না না তাই বলি হওনাকো দাতা,
তা বলে খাবে কি বুদ্ধির মাথা!
যত রাজ্যের দুঃখী কাঙাল
যত উড়ে মেড়া খোট্টা বাঙাল

কানা খোঁড়া মুলো যে আসে মরতে
বাচ বিচার কি হবে না করতে ?

৩ য়া।

দেখ্‌না ভাই সে গোপালের মাকে
দু টাকা দিলেই খেয়ে পরে থাকে
পাঁচ টাকা তার মাসে বরাদ্দ
এ যে মিছি মিছি টাকার শ্রাদ্ধ !

৪ র্থী।

আসল কথা কি, ভাল নয় থাকা
মেয়ে মানুসের এতগুলো টাকা !

৩ য়া।

কত লোকে কত করে যে রটনা,—

১ মা।

সেগুলো ত সব মিথ্যে ঘটনা !

৪ র্থী।

সত্যি মিথ্যে দেবতা জানে
রটেছে ত কথা পাঁচের কানে
সেটা যে ভাল না !

১ মা।

যা বলিস্ ভাই
এমন মানুষ ভূভারতে নাই!
ছোট বড় বোধ নাইক মনে,
মিষ্টি কথাটি সবার সনে!

ক্ষীরো।

টাকা যদি পাই বাক্স ভরে
আমার গলাও গলাবে তোরে!
বাপু বল্লেই মিল্‌বে স্বর্গ,
বাছা বল্লেই বলবি ধর্‌গো!
মনে ঠিক জেনো আসল মিষ্টি,
কথার সঙ্গে রূপোর বৃষ্টি!

৪ র্থী।

তাও বলি বাপু, এটা কিছু বেশি,
সবার সঙ্গে এত মেশামেশি!
বড় লোক তুমি ভাগ্যিমন্ত,
সেই মত চাই চাল চলন্ ত?

৩ য়া।

দেখ্‌লি সে দিন শশির বাঁ গালে
আপ্‌নার হাতে ওষুধ লাগালে!

৪ র্থী।

বিধু খোঁড়া সেটা নেহাৎ বাঁদর
তারে কেন এত যত্ন আদর ?

৩ য়া।

এত লোক আছে কেদারের মাকে
কেন বল দেখি দিনরাত ডাকে !
গয়লাপাড়ার কেষ্টদাসী
তারি সাথে কত গল্প হাসি,
যেন সে কতই বন্ধু পুরোণো !

৪ র্থী।

ওগুলো লোকের আদর কুড়োনো !

ক্ষীরো।

এ সংসারের ঐত প্রথা,
দেওয়া নেওয়া ছাড়া নেইক কথা !
ভাত তুলে দেন মোদের মুখে
নাম তুলে নেন পরম সুখে।
ভাত মুখে দিলে তখনি ফুরোয়
নাম চিরদিন কর্ণ জুড়োয় !

৪ র্থী।

ঐ বউ নিয়ে ফিরে এল নেকী।

বধূসহ দ্বিতীয়ার প্রবেশ।

১ মা।

কি পেলিলো বিধু দেখি দেখি দেখি!

২ য়া।

শুধু এক জোড়া রতনচক্র!

৩ য়া।

বিধি আজ তোরে বড়ই বক্র!
এত ঘটা করে নিয়ে গেল ডেকে
ভেবেছিনু দেবে গয়না গা ঢেকে!

৪ র্থী।

মেয়ের বিয়েতে পেয়ারী বুড়ি
পেয়েছিল হার তা ছাড়া চুড়ি!

২ য়া।

আমি যে গরীব নই যথেষ্ট
গরিবীয়ানায় সে মাগী শ্রেষ্ঠ!
অদৃষ্টে যার নেইক গয়না
গরীব হয়ে সে গরীব হয় না!

৪র্থা।

বড় মানুষের বিচার ত নেই!
কারেও বা তাঁর ধরে না মনেই
কেউবা তাঁহার মাথার ঠাকুর!

১মা।

টাকাটা শিকেটা কুম্ড়ো কাঁকুড়
যা পাই সে ভাল, কে দেয় তাই বা!

২য়া।

অবিচারে দান দিলেন নাইবা!
মাথাবাঁধা রেখে পায়ের নীচে
ভরি কত সোনা পেলেম মিছে!

ক্ষীরো।

মালক্ষ্মী যদি হতেন সদয়
দেখিয়ে দিতেম দান কারে কয়!

২য়া।

আহা তাই হোক্, লক্ষ্মীর বরে
তোর ঘরে যেন টাকা নাহি ধরে!

১ মা।

ওলো থাম্ তোরা, রাখ্ বকুনি—
রাণীর পায়ের শব্দ শুনি!

৪ থী।

(উচ্চৈঃস্বরে) আহা জননীর অসীম দয়া!
ভগবতী যেন কমলালয়া!

২ য়া।

হেন নারী আর হয়নি সৃষ্টি,
সবা পরে তাঁর সমান দৃষ্টি!

৩ য়া।

আহা মরি, তাঁরি হস্তে আসি
সার্থক হল অর্থরাশি!

কল্যাণীর প্রবেশ।

কল্যাণী।

রাত হল তবু কিসের কমিটি?

ক্ষীরো।

সবাই তোমারি যশের জমিটি
নিড়োতেছিলেন, চষ্‌তেছিলেম,

মই দিয়ে কসে ঘষতেছিলেন,
আমি মাঝে মাঝে বীজ ছিটিয়ে
বুনেছি ফসল আশ মিটিয়ে!

কল্যাণী।

রাত হল আজ যাও সবে ঘরে,
এই ক'টি কথা রেখো মনে করে!
আশার অন্ত নাইক বটে,
আর সকলেরি অন্ত ঘটে!
সবার মনের মতন ভিক্ষে
দিতে যদি হত, কল্পবৃক্ষে
ঘুণ ধরে যেত, আমি ত তুচ্ছ!
নিন্দে করলে যাবনা মুচ্ছো,
তবু এ কথাটা ভেবে দেখো দিখি—
ভাল কথা বলা শক্ত বেশি কি? (প্রস্থান)

৪র্থী।

কি বল্‌ছিলেম ছিল সেই খোঁজে!

ক্ষীরো।

নাগো না তা নয়, এটুকু সে বোঝে—
সাম্‌নে তোমরা যেটুকু বাড়ালে
সেটুকু কমিয়ে আন্‌বে আড়ালে!
উপকার যেন মধুর পাত্র,

হজম করতে জ্বলে যে গাত্র,
তাই সাথে চাই ঝালের চাট্‌নি
নিন্দে বান্দা কান্না কাট্‌নি।
যার খেয়ে মশা ওঠেন ফুলে,
জ্বালান্‌ তারেই গোপন হুলে !
দেবতারে নিয়ে বানাবে দত্যি
কলিকাল তবে হবে ত সত্যি !

৪ র্থী।

মিথ্যে না ভাই ! সাম্‌লে চলিস্‌ !
যাই মুখে আসে তাই যে বলিস্‌ !
পালন যে করে সে হল মা বাপ,
তাহারি নিন্দে, সে যে মহাপাপ !
এমন লক্ষ্মী এমন সতী
কোথা আছে হেন পুণ্যবতী !
যেমন ধনের কপাল মস্ত
তেমনি দানের দরাজ হস্ত,
যেমন রূপসী তেমনি সাধ্বী,
খুঁৎ ধরে তাঁর কাহার সাধ্যি !
দিস্‌নেকো দোষ তাঁহার নামে !

৩ য়া।

তুমি থাম্‌লে যে অনেক থামে।

২ য়া।

আহা কোথা হতে এলেন গুরু!
হিতকথা আর কোরোনা সুরু!
হঠাৎ ধর্ম্মকথার পাঠটা
তোমার মুখে যে শোনায় ঠাট্টা!

ক্ষীরো।

ধর্ম্মও রাখো, ঝগড়াও থাক্,
গলা ছেড়ে আর বাজিয়োনা ঢাক!
পেট ভরে খেলে, করলে নিন্দে,
বাড়ি ফিরে গিয়ে ভজ গোবিন্দে!

(প্রতিবেশিনীগণের প্রস্থান)

ওরে বিনি, ওরে কিনি, ওরে কাশি!

বিনি কিনি কাশীর প্রবেশ।

কাশী।

কেন দিদি!

কিনি।

কেন খুড়ি!

বিনি।

কেন মাসী!

ক্ষীরো।

ওরে খাবি আয়!

বিনি।

কিছু নেই ক্ষিধে!

ক্ষীরো।

খেয়ে নিতে হয় পেলেই সুবিধে!

কিনি।

রস্‌করা খেয়ে পেট বড় ভার!

ক্ষীরো।

বেশি কিছু নয়, শুধু গোটাচার
ভোলাময়রার চন্দ্রপুলি
দেখ্‌দেখি ঐ ঢাক্‌না খুলি ;—
তাই মুখে দিয়ে, দু'বাটি-খানিক
দুধ খেয়ে শোও লক্ষ্মী মাণিক!

কাশী।

কত খাব দিদি সমস্ত দিন?

ক্ষীরো।

খাবার ত নয় ক্ষিদের অধীন!
পেটের জ্বালায় কত লোকে ছোটে
খাবার কি তার মুখে এসে জোটে?

দুঃখী গরীব কাঙাল ফতুর
চাষাভুষো মুটে অনাথ অতুর
কারো ত ক্ষিদের অভাব হয় না,
চন্দ্রপুলিটা সবার রয় না।
মনে রেখে দিস্ যেটার যা' দর,
খাবার চাইতে ক্ষিদের আদর।
হাঁরে বিন্নি তোর চিরুণী রুপোর
দেখচিনে কেন খোঁপার উপর?

বিনি।

সেটা ওপাড়ার ক্ষেতুর মেয়ে
কেঁদেকেটে কাল নিয়েছে চেয়ে!

ক্ষীরো।

ঐরে, হয়েছে মাথাটি খাওয়া!
তোমারো লেগেছে দাতার হাওয়া!

বিনি।

আহা কিছু তার নেই যে মাসী!

ক্ষীরো।

তোমারি কি এত টাকার রাশি?
গরীব লোকের দয়ামায়া রোগ
সেটা যে একটা ভারি দুর্যোগ!

না না, যাও তুমি মায়ের বাড়িতে,
হেথাকার হাওয়া সবে না নাড়িতে!
রাণী যত দেয় ফুরোয় না, তাই
দান করে তার কোন ক্ষতি নাই!
তুই যেটা দিলি রইল না তোর
এতেও মনটা হয় না কাতর?
ওরে বোকা মেয়ে আমি আরো তোরে
আনিয়ে নিলেম এই মনে করে
কি করে কুড়োতে হইবে ভিক্ষে
মোর কাছে তাই করবি শিক্ষে!
কে জান্‌ত তুই পেট না ভরতে
উল্টো বিদ্যা শিখবি মরতে?
—দুধ যে রইল বাটির তলায়
ঐটুকু বুঝি গলেনা গলায়?
আমি মরে গেলে যত মনে আশ
কোরো দান ধ্যান আর উপবাস!
যতদিন আমি রয়েছি বর্ত্তে
দেব না কর্ত্তে আত্মহত্যে!
খাওয়া দাওয়া হল, এখন তবে
রাত ঢের হল শোওগে সবে।

কিনি বিনি কাশীর প্রস্থান ও কল্যাণীর প্রবেশ।

ওগো দিদি আমি বাঁচিনে ত আর!

কল্যাণী।

সেটা বিশ্বাস হয় না আমার!
তবু কি হয়েছে শুনি ব্যাপারটা!

ক্ষীরো।

মাইরি দিদি এ নয়ক ঠাট্টা!
দেশ থেকে চিঠি পেয়েছি মামার
বাঁচে কি না বাঁচে খুড়িটি আমার,—
শক্ত অসুখ হয়েছে এবার
টাকাকড়ি নেই ওষুধ দেবার!

কল্যাণী।

এখনো বছর হয়নি গত,
খুড়ির শ্রাদ্ধে নিলি যে কত!

ক্ষীরো।

হাঁ হাঁ বটে বটে মরেছে বেটী,
খুড়ী গেছে তবু আছে ত জ্যেঠী!
আহা রাণী দিদি ধন্য তোরে
এত রেখেছিস্ স্মরণ করে!
এমন বুদ্ধি আর কি আছে!

এড়ায় না কিছু তোমার কাছে?
ফাঁকি দিয়ে খুড়ি বাঁচ্‌বে আবার
সাধ্য কি আছে সে তাঁর বাবার?
কিন্তু কখনো আমার সে জ্যেঠী
মরেনি পূর্ব্বে মনে রেখো সেটি!

কল্যাণী।

মরেওনি বটে জন্মেওনি কভু!

ক্ষীরো।

এমন বুদ্ধি দিদি তোর, তবু
সে বুদ্ধিখানি কেবলি খেলায়
অনুগত এই আমারি বেলায়?

কল্যাণী।

চেয়ে নিতে তোর মুখে ফোটে কাঁটা!
না বল্লে নয় মিথ্যে কথাটা?
ধরা পড় তবু হওনা জব্দ?

ক্ষীরো।

"দাও দাও" ও ত একটা শব্দ,
ওটা কি নিত্যি শোনায় মিষ্টি?
মাঝে মাঝে তাই নতুন সৃষ্টি
কর্ত্তেই হয় খুড়ি জেঠিমার।

জান ত সকলি তবে কেন আর
লজ্জা দেওয়া ?

কল্যাণী।

অম্‌নি চেয়ে কি
পাস্‌নি কখনো তাই বল্ দেখি ?

ক্ষীরো।

মরা পাখীরেও শিকার করে'
তবে ত বিড়াল মুখেতে পোরে!
সহজেই পাই তবু দিয়ে ফাঁকি
স্বভাবটাকে যে শান দিয়ে রাখি।
বিনা প্রয়োজনে খাটাও যাকে
প্রয়োজনকালে ঠিক সে থাকে!
সত্যি বল্‌চি মিথ্যে কথায়
তোমারো কাছেতে ফল পাওয়া যায়!

কল্যাণী।

এবার পাবে না!

ক্ষীরো।

আচ্ছা বেশ ত
সে জন্তে আমি নইক ব্যস্ত!
আজ না হয় ত কাল ত হবে,
ততখন মোর সবুর সবে।

গা ছুঁয়ে কিন্তু বলচি তোমার
খুড়িটার কথা তুল্‌বনা আর !

(কল্যাণীর হাসিয়া প্রস্থান।)

হরি বল মন ! পরের কাছে
আদায় করার সুখও আছে,
দুঃখও ঢের ! হে মা লক্ষ্মীটি
তোমার বাহন পেঁচা পক্ষীটি
এত ভালবাসে এ বাড়ির হাওয়া,
এত কাছাকাছি করে আসা-যাওয়া
ভুলে কোন দিন আমার পানে
তোমারে যদি সে বহিয়া আনে
মাথায় তাহার পরাই সিঁদুর,
জলপান দিই আশীটা ইঁদুর,
খেয়ে দেয়ে শেষে পেটের ভারে
পড়ে থাকে বেটা আমারি দ্বারে ;
সোনা দিয়ে ডানা বাঁধাই, তবে
ওড়বার পথ বন্ধ হবে !

লক্ষ্মীর আবির্ভাব।

কে আবার রাতে এসেছ জ্বালাতে,
দেশ ছেড়ে শেষে হবে কি পালাতে ?
আর ত পারিনে !

লক্ষ্মী।

পালাব তবে কি?
যেতে হবে দূরে!

ক্ষীরো।

রোস রোস দেখি!
কি পরেছ ওটা মাথার ওপর,
দেখাচ্ছে যেন হীরের টোপর!
হাতে কি রয়েছে সোনার বাক্সে
দেখ্‌তে পারি কি? আচ্ছা, থাক্ সে!
এত হীরে সোনা কারো ত হয় না,—
ও গুলো ত নয় গিল্টি গয়না?
এ গুলি ত সব সাঁচ্চা পাথর?
গায়ে কি মেখেছ, কিসের আতর?
ভুর ভুর করে পদ্মগন্ধ;
মনে কত কথা হতেছে সন্ধ!
বস বাছা, কেন এলে এত রাতে?
আমারে ত কেউ আসনি ঠকাতে?
যদি এসে থাক ক্ষীরিকে তা হলে
চিন্‌তে পার নি সেটা রাখি বলে!
নাম কি তোমার বল দেখি খাঁটি!
মাথা খাও বোলো সত্য কথাটি!

লক্ষ্মী।

একটা ত নয়, অনেক যে নাম।

ক্ষীরো।

হাঁ হাঁ থাকে বটে স্বনাম বেনাম
ব্যবসা যাদের ছলনা করা!
কখনো কোথাও পড়নি ধরা?

লক্ষ্মী।

ধরা পড়ি বটে দুই দশ দিন
বাঁধন কাটিয়ে আবার স্বাধীন।

ক্ষীরো।

হেঁয়ালিটা ছেড়ে কথা কও সিধে,
অমন কল্লে হবে না সুবিধে!
নামটি তোমার বল অকপটে!

লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী।

ক্ষীরো।

তেম্নি চেহারাও বটে!
লক্ষ্মী ত আছে অনেকগুলি,
তুমি কোথাকার বল ত খুলি!

লক্ষ্মী।

সত্যি লক্ষ্মী একের অধিক
নাই ত্রিভুবনে!

ক্ষীরো।

ঠিক ঠিক ঠিক !

তাই বল মাগো, তুমিই কি তিনি ?
আলাপ ত নেই চিন্‌তে পারিনি !
চিন্‌তেম যদি চরণ জোড়া
কপাল হত কি এমন পোড়া ?
এস, বস, ঘর কর'সে আলো !
পেঁচা দাদা মোর আছে ত ভালো ?
এসেছ যথন, তথন মাতঃ
তাড়াতাড়ি যেতে পারবে না ত !
যোগাড় করচি চরণ সেবার ;
সহজ হস্তে পড়নি এবার !
সেয়ানা লোকেরে করনা মায়া
কেন যে জানি তা বিষ্ণুজায়া,
না খেয়ে মরে না বুদ্ধি থাক্‌লে,
বোকারি বিপদ তুমি না রাখলে !

লক্ষ্মী।

প্রতারণা করে পেট্‌টি ভরাও,
ধর্ম্মেরে তুমি কিছু না ডরাও ?

ক্ষীরো।

বুদ্ধি দেখ্‌লে এগোও না গো,
ধর্ম্মের দয়া নেই কাজেই মাগো,

বুদ্ধিমানেরা পেটের দায়
লক্ষ্মীমানেরে ঠকিয়ে খায়!

লক্ষ্মী

সরল বুদ্ধি আমার প্রিয়,
বাঁকা বুদ্ধিরে ধিক্ জানিয়ো;

ক্ষীরো।

ভাল তলোয়ার যেমন বাঁকা,
তেম্‌নি বক্র বুদ্ধি পাকা!
ও জিনিষ বেসি সরল হলে
নির্ব্বুদ্ধি ত তারেই বলে!
ভাল মাগো, তুমি দয়া কর যদি,
বোকা হয়ে আমি রব নিরবধি!

লক্ষ্মী।

কল্যাণী তোর অমন প্রভু
তারেও দস্যু, ঠকাও তবু!

ক্ষীরো।

অদৃষ্টে শেষে এই ছিল মোর
যার লাগি চুরি সেই বলে চোর!
ঠকাতে হয় যে কপালদোষে
তোরে ভালবাসি বলেই ত সে!
আর ঠকাব না, আরামে ঘুমিয়ো;
আমারে ঠকিয়ে যেও না তুমিও!

লক্ষ্মী।

স্বভাব তোমার বড়ই রুক্ষী!

ক্ষীরো।

তাহার কারণ আমি যে দুঃখী!
তুমি যদি কর রসের বৃষ্টি
স্বভাবটা হবে আপ্‌নি মিষ্টি!

লক্ষ্মী।

তোরে যদি আমি করি আশ্রয়
যশ পাব কি না সন্দেহ হয়!

ক্ষীরো।

যশ না পাও ত কিসের কড়ি!
তবে ত আমার গলায় দড়ি!
দশের মুখেতে দিলেই অন্ন
দশমুখে উঠে ধন্য ধন্য!

লক্ষ্মী।

প্রাণ ধরে দিতে পারবি ভিক্ষে?

ক্ষীরো।

একবার তুমি কর পরীক্ষে!
পেট ভরে গেলে যা থাকে বাকি
সেটা দিয়ে দিতে শক্তটা কি!
দানের গরবে যিনি গরবিনী
তিনি হোন্ আমি, আমি হই তিনি,

দেখ্‌বে তখন তাঁহার চালটা,
আমারি বা কত উল্টো পাল্টা!
দাসী আছি, জানি দাসীর যা রীতি,
রাণী কর, পাব রাণীর প্রকৃতি!
তাঁরো যদি হয় মোর অবস্থা
সুযশ হবে না এমন শস্তা!
তাঁর দয়াটুকু পাবে না অন্যে
ব্যয় হবে সেটা নিজেরি জন্যে।
কথার মধ্যে মিষ্টি অংশ
অনেক খানিই হবেক ধ্বংস।
দিতে গেলে, কড়ি কভু না সরবে,
হাতের তেলোয় কাম্‌ড়ে ধরবে!
ভিক্ষে করতে ধরতে দু'পায়
নিত্যি নতুন উঠ্‌বে উপায়!

লক্ষ্মী।

তথাস্তু, রাণী করে দিনু তোকে,
দাসী ছিলি তুই ভুলে যাবে লোকে!
কিন্তু সদাই থেকো সাবধান
আমার যেন না হয় অপমান!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাণীবেশে ক্ষীরো ও তাহার পারিষদবর্গ।

ক্ষীরো।

বিনি!

বিনি।

কেন মাসী!

ক্ষীরো।

মাসী কিরে মেয়ে!
দেখিনিত আমি বোকা তোর চেয়ে!
কাঙাল ভিখিরি কলু মালী চাষী
তারাই মাসীরে বলে শুধু মাসী;
রাণীর বোন্‌ঝি হয়েছ ভাগ্যে,
জাননা আদব! মালতি,

মালতী।

আজ্ঞে!

ক্ষীরো।

রাণীর বোন্‌ঝি রাণীরে কি ডাকে
শিখিয়ে দে ঐ বোকা মেয়েটাকে!

মালতী।

ছিছি শুধু মাসী বলে কি রাণীকে?
রাণী মাসী বলে রেখে দিয়ো শিখে!

ক্ষীরো।

মনে থাক্‌বে ত? কোথা গেল কাশী!

কাশী।

কেন রাণী দিদি!

ক্ষীরো।

চার চার দাসী
নেই যে সঙ্গে?

কাশী।

এত লোক মিছে
কেন দিনরাত লেগে থাকে পিছে?

ক্ষীরো।

মালতী!

মালতী।

আজ্ঞে!

ক্ষীরো।

এই মেয়েটাকে
শিখিয়ে দে কেন এত দাসী থাকে!

মালতী।

তোমরা ত নও জেলেনী তাঁতিনী,
তোমরা হও যে রাণীর নাতিনী!
যে নবাববাড়ি এনু আমি ত্যেজি
সেথা বেগমের ছিল পোষা বেজি
তাহারি একটা ছোট্ট বাচ্ছার
পিছনেতে ছিল দাসী চার চার
তা ছাড়া সৈপাই!

ক্ষীরো।

শুন্‌লি ত কাশী!

কাশী।

শুনেছি।

ক্ষীরো।

তা হলে ডাক্ তোর দাসী!
কিনি পোড়ামুখী!

কিনি।

কেন রাণী খুড়ি?

ক্ষীরি।

হাই তুল্লেম দিলিনে যে তুড়ি?
মালতী!

মালতী।

আজ্ঞে!

ক্ষীরো।

শেখাও কায়দা!

মালতী।

এত বলি তবু হয় না ফায়দা!
বেগম সাহেব যখন হাঁচেন
তুড়ি ভুল হলে কেহ না বাঁচেন!
তখনি শূলেতে চড়িয়ে তারে
নাকে কাটি দিয়ে হাঁচিয়ে মারে!

ক্ষীরো।

সোনার বাটায় পান দে তারিণী!
কোথা গেল মোর চামরধারিণী!

তারিণী।

চলে গেছে ছুঁড়ি, সে বলে মাইনে
চেয়ে চেয়ে তবু কিছুতে পাইনে!

ক্ষীরো।

ছোট লোক বেটী হারামজাদী
রাণীর ঘরে সে হয়েছে বাঁদি
তবু মনে তার নেই সন্তোষ
মাইনে পায়না বলে দেয় দোষ!

পিঁপ্‌ড়ের পাখা কেবল মরতে!
মালতী!

মালতী।

আজ্ঞে!

ক্ষীরো।

মাগীরে ধরতে
পাঠাও আমার ছ-ছয় পেয়াদা,
না না যাবে আরো দুজন জেয়াদা!
কি বল মালতী!

মালতী।

দস্তর তাই!

ক্ষীরো।

হাতকড়ি দিয়ে বেঁধে আনা চাই!

তারিণী।

ওপাড়ার মতি রাণীমাতাজির
চরণে দেখতে হয়েছে হাজির!

ক্ষীরো।

মালতী!

মালতী।

আজ্ঞে!

ক্ষীরো।

নবাবের ঘরে
কোন্ কায়দায় লোকে দেখা করে!

মালতী।

কুর্নিস্ করে ঢোকে মাথা নুয়ে,
পিছু হটে যায় মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে!

ক্ষীরো।

নিয়ে এস সাথে, যাওত মালতী,
কুর্নিস্ করে আসে যেন মতি!

মতিকে লইয়া মালতীর পুনঃপ্রবেশ।

মালতী।

মাথা নীচু কর! মাটি ছোঁও হাতে,
লাগাও হাতটা নাকের ডগাতে!
তিন পা এগোও, নীচু কর মাথা!

মতি।

আর ত পারিনে, ঘাড়ে হল ব্যথা!

মালতী।

তিনবার নাকে লাগাও হাতটা।

মতি।

টন্ টন্ করে পিঠের বাতটা!

মালতী।

তিন পা এগোও, তিনবার ফের
ধূলো তুলে নেও ডগায় নাকের!

মতি।

ঘাট হয়েছিল এসেছি এ পথ,
এর চেয়ে সিধে নাকে দেওয়া খৎ!
জয় রাণীমার, একাদশী আজি!

ক্ষীরো।

রাণীর জ্যোতিষী শুনিয়েছে পাঁজি।
কবে একাদশী, কবে কোন্ বার
লোক আছে মোর তিথি গোন্‌বার!

মতি।

টাকাটা শিকেটা যদি কিছু পাই
জয় জয় বলে বাড়ি চলে যাই!

ক্ষীরো।

যদি নাই পাও তবু যেতে হবে,
কুর্ণিস্ করে' চলে' যাও তবে!

মতি।

ঘড়া ঘড়া টাকা ঘরে গড়াগড়ি
তবু কড়াকড় দিতে কড়াকড়ি!

ক্ষীরো।

ঘরের জিনিস ঘরেরি ঘড়ায়
চিরদিন যেন ঘরেই গড়ায়!
মালতী!

মালতী।

আজ্ঞে!

ক্ষীরো।

এবার মাগীরে
কুর্ণিস করে নিয়ে যাও ফিরে!

মতি।

চল্লেম তবে!

মালতী।

রোস, ফিরো না কো,
তিনবার মাটি তুলে নাকে মাখো!
তিন পা কেবল হটে যাও পিছু,
পোড়ো না উল্টে, মাথা কর নীচু,

মতি।

হায়, কোথা এনু, ভরল না পেট,
বারে বারে শুধু মাথা হল হেঁট!
আহা কল্যাণী রাণীর ঘরে
কর্ণ জুড়োয় মধুর স্বরে,—
কড়ি যদি দেন অমূল্য তাই,—
হেথা হীরে মোতি সেও অতি ছাই!

ক্ষীরো।

সে-ছাই পাবার ভরসা কোরো না!

মালতী।

সাবধানে হঠ, উল্টে পোড়ো না!

(মতির প্রস্থান)

ক্ষীরো।

বিনি!

বিনি।

রাণী মাসী!

ক্ষীরো।

একগাছি চুড়ি
হাত থেকে তোর গেছে না কি চুরী?

বিনি।

চুরি ত যায় নি।

ক্ষীরো।

গিয়েছে হারিয়ে ?

বিনি।

হারায় নি।

ক্ষীরো।

কেউ নিয়েছে ভাঁড়িয়ে ?

বিনি।

না গো রাণী মাসী !

ক্ষীরো।

এটাতো মানিস্
পাখা নেই তার ! একটা জিনিষ
হয় চুরী যায়, নয়ত হারায়
নয় মারা যায় ঠগের দ্বারায়,
তা না হলে থাকে, এ ছাড়া তাহার
কি যে হতে পারে জানিনে ত আর !

বিনি।

দান করেছি সে !

ক্ষীরো।

দিয়েছিস্ দানে ?
ঠকিয়েছে কেউ, তারি হল মানে !
কে নিয়েছে বল্ !

বিনি।

মল্লিকা দাসী।

এমন গরীব নেই রাণী মাসী!
ঘরে আছে তার সাত ছেলে মেয়ে
মাস পাঁচছয় মাইনে না পেয়ে
খরচ পত্র পাঠাতে পারে না
দিনে দিনে তার বেড়ে যায় দেনা,
কেঁদে কেঁদে মরে, তাই চুড়িগাছি
লুকিয়ে তাহারে দান করিয়াছি।
অনেক ত চুড়ি আছে মোর হাতে
একখানা গেলে কি হবে তাহাতে!

ক্ষীরো।

বোকা মেয়েটার শোন ব্যাখ্যানা!
একখানা গেলে গেল একখানা,
সে যে একেবারে ভারি নিশ্চয়!
কে না জানে যেটা রাখ সেটা রয়,
যেটা দিয়ে ফেল সেটা ত রয়না,
এর চেয়ে কথা সহজ হয় না।
অল্পস্বল্প যাদের আছে
দানে যশ পায় লোকের কাছে;
ধনীর দানেতে ফল নাহি ফলে,
যত দেও তত পেট বেড়ে চলে,

কিছুতে ভরে না লোকের স্বার্থ,
ভাবে, আরো ঢের দিতে যে পার্‌ত !
অতএব বাছা হবি সাবধান,
বেশি আছে বলে করিস্‌নে দান !
মালতী !

মালতী।

আজ্ঞে !

ক্ষীরো

বোকা মেয়েটি এ,
এরে ছুটো কথা দাও সম্‌জিয়ে !

মালতী।

রাণীর বোন্‌ঝি রাণীর অংশ,
তফাতে থাক্‌বে উচ্চ বংশ ;
দান করা-টরা যত হয় বেশি
গরীবের সাথে তত ঘেঁষাঘেঁষি।
পুরোণো শাস্ত্রে লিখেছে শোলোক,
গরীবের মত নেই ছোটলোক !

ক্ষীরো।

মালতী !

মালতী।

আজ্ঞে !

ক্ষীরো।

মল্লিকাটারে

আরত রাখা না!

মালতী।

তাড়াব তাহারে;

ছেলে মেয়েদের দয়ার চর্চ্চা

বেড়ে গেলে, সাথে বাড়্‌বে খরচা।

ক্ষীরো।

তাড়াবার বেলা হয়ে আনমনা

বালাটা সুদ্ধ যেন তাড়িয়ো না!

বাহিরের পথে কে বাজায় বাঁশি

দেখে আয় মোর ছয় ছয় দাসী!

তারিণীর প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ।

তারিণী।

মধুদত্তর পৌত্রের বিয়ে

ধুম করে' তাই চলে পথ দিয়ে!

ক্ষীরো।

রাণীর বাড়ির সাম্‌নের পথে

বাজিয়ে যাচ্চে কি নিয়ম মতে?

বাঁশির বাজনা রাণী কি সইবে?

মাথা ধরে' যদি থাকৃত দৈবে ?
যদি ঘুমোতেম, কাঁচা ঘুমে জেগে
অসুখ করত যদি রেগেমেগে ?
মালতী !

মালতী !

আজ্ঞে !

ক্ষীরো।

নবাবের ঘরে
এমন কাণ্ড ঘট্‌লে কি করে ?

মালতী।

যার বিয়ে যায় তারে ধরে আনে,
দুই বাঁশিওয়ালা তার দুই কানে
কেবলি বাজায় দুটো দুটো বাঁশি ;
তিন দিন পরে দেয় তারে ফাঁসি !

ক্ষীরো।

ডেকে দাও কোথা আছে সর্দ্দার,
নিয়ে যাক্ দশ জুতোবর্দ্দার,
কি লোকের পিঠে দশঘা চাবুক
সপাসপ্ বেগে সজোরে নাবুক !

মালতী।

তবু যদি কারো চেতনা না হয়,
বন্দুক দিলে হবে নিশ্চয়।

১ মা।

ফাঁসি হল মাপ, বড় গেল বেঁচে,
জয় জয় বলে বাড়ি যাবে নেচে!

২ য়া।

প্রসন্ন ছিল তাদের গ্রহ,
চাবুক ক'ঘা ত অনুগ্রহ!

৩ য়া।

বলিস্ কি ভাই ফাঁড়া গেল কেটে,
আহা এত দয়া রাণীমার পেটে!

ক্ষীরো।

থাম্ তোরা, শুনে নিজে গুণগান
লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে কান।
বিনি!

বিনি।

রাণী মাসী!

ক্ষীরো।

স্থির হয়ে র'বি
ছট্‌ফট্ করা বড় বেআদবী!
মালতী!

মালতী।

আজ্ঞে!

ক্ষীরো।

মেয়েরা এখনো
শেখেনি আমিরী দস্তুর্ কোনো!

মালতী।

(বিনির প্রতি) রাণীর ঘরের ছেলেমেয়েদের
ছট্ফট্ করা ভারি নিন্দের!
ইতর লোকেরি ছেলেমেয়েগুলো
হেসে খুসে ছুটে করে খেলাধূলো!
রাজা রাণীদের পুত্রকন্যে
অধীর হয় না কিছুরি জন্যে!
হাত পা সাম্লে খাড়া হয়ে থাক
রাণীর সাম্নে নোড়ো চোড়ো নাক!

ক্ষীরো।

ফের গোলমাল করচে কাহারা?
দরজায় মোর নাই কি পাহারা?

তারিণী।

প্রজারা এসেছে নালিশ করতে।

ক্ষীরো।

আর কি জায়গা ছিল না মরতে?

মালতী।

প্রজার নালিশ শুনবে রাজ্ঞী
ছোটলোকদের এত কি ভাগ্যি!

১ মা।

তাই যদি হবে তবে অগণ্য
নোকর চাকর কিসের জন্য ?

২ য়া।

নিজের রাজ্যে রাখ্‌তে দৃষ্টি
রাজা রাণীদের হয় নি সৃষ্টি !

তারিণী।

প্রজারা বল্‌চে কর্ম্মচারী
পীড়ন তাদের করচে ভারী।
নাই মায়াদয়া নাইক ধর্ম্ম,
বেচে নিতে চায় গায়ের চর্ম্ম।
বলে তারা, হায় কি করেছি পাপ,
এত ছোট মোরা, এত বড় চাপ !

ক্ষীরো।

শর্ষেও ছোট, তবু সে ভোগায়,
চাপ না পেলে কি তৈল যোগায় ?
টাকা জিনিষটা নয় পাকা ফল,
টুপ্‌ করে খসে’ ভরে না আঁচল ;
ছিঁড়ে নাড়া দিয়ে ঠেঙ্গার বাড়িতে
তবে ও জিনিষ হয় যে পাড়িতে !

তারিণী।

সে জন্যে না মা,—তোমার খাজনা
বঞ্চনা করা তাদের কাজ না!
তারা বলে যত আম্‌লা তোমার
মাইনে না পেয়ে হয়েছে গোঁড়ার!
লুট্ পাট্ করে মারচে প্রজা,
মাইনে পেলেই থাক্‌বে সোজা!

ক্ষীরো।

রাণী বটি, তবু নইক বোকা,
পারবে না দিতে মিথ্যে ধোঁকা;
করবেই তারা দস্যুবৃত্তি,
মাইনেটা দেওয়া মিথ্যে মিথ্যি।
প্রজাদের ঘরে ডাকাতী করে
তা বলে করবে রাণীরো ঘরে?

তারিণী।

তারা বলে রাণী কল্যাণী যে
নিজের রাজ্য দেখেন নিজে।
নালিশ শোনেন নিজের কানেই,
প্রজাদের পরে জুলুমটা নেই!

ক্ষীরো।

ছোটমুখে বলে বড় কথাগুলা,

আমার সঙ্গে অন্যের তুলা ?
মালতী !

মালতী।

আজ্ঞে !

ক্ষীরো।

কি কর্ত্তব্য ?

মালতী।

জরিমানা দিক্ যত অসভ্য
একশো একশো !

ক্ষীরো।

গরীব ওরা যে,
তাই একেবারে একশোর মাঝে
নব্বই টাকা করে দিনু মাপ !

১ মা।

আহা গরীবের তুমিই মা বাপ !

২ য়া।

কার মুখ দেখে উঠেছিল প্রাতে,
নব্বই টাকা পেল হাতে হাতে !

৩ য়া।

নব্বই কেন, যদি ভেবে দেখে,
আরো ঢের টাকা নিয়ে গেল ট্যাঁকে

হাজার টাকার নশো নব্বই
চখের পলকে পেল সর্ব্বই!

৪ র্থী।

একদমে ভাই এত দিয়ে ফেলা,
অন্যে কে পারে, এ ত নয় খেলা!

ক্ষীরো।

বলিস্‌নে আর মুখের আগে,
নিজগুণ শুনে সরম লাগে!
বিনি!

বিনি।

রাণী মাসি!

ক্ষীরো।

হঠাৎ কি হল!
ফোঁস্ ফোঁস্ করে কাঁদিস্ কেন লো?
দিন রাত আমি বকে বকে খুন,
শিখলিনে কিছু কায়দা কানুন?
মালতী!

মালতী।

আজ্ঞে!

ক্ষীরো।

এই মেয়েটাকে

শিক্ষা না দিলে মান নাহি থাকে!

মালতী।

রাণীর বোন্‌ঝি জগতে মান্য,
বোঝনা এ কথা অতি সামান্য,
সাধারণ যত ইতর লোকেই
সুখে হাসে, কাঁদে দুঃখ শোকেই!
তোমাদেরো যদি তেম্‌নি হবে,
বড়লোক হয়ে হল কি তবে?

একজন দাসীর প্রবেশ।

দাসী।

মাইনে না পেলে মিথ্যে চাকরী!
বাঁধা দিয়ে এনু কানের মাক্‌ড়ি!
ধার করে খেয়ে পরের গোলামী
এমন কখনো শুনিনিত আমি!
মাইনে চুকিয়ে দাও, তা না হলে
ছুটি দাও আমি ঘরে যাই চলে।

ক্ষীরো।

মাইনে চুকোনো নয়ক মন্দ,
তবু ছুটিটাই মোর পছন্দ!
বড় কষ্ট মাইনে বাঁটতে,

হিসেব কিতেব হয় যে খাটতে,
ছুটি দেওয়া যায় অতি সত্বর,
খুল্‌তে হয় না খাতা পত্তর,
ছ-ছয় পেয়াদা ধরে আসি কেশ,
নিমেষ ফেল্‌তে কর্ম্ম নিকেশ!
মালতী!

মালতী।

আজ্ঞে!

ক্ষীরো।

সাথে যাও ওর
ঝেড়ে ঝুড়ে নিয়ো কাপড় চোপড়,
ছুটি দেয় যেন দরোয়ান যত
হিন্দুস্থানী দস্তুর মত!

মালতী।

বুঝেছি রাণীজি!

ক্ষীরো।

আচ্ছা তা হলে
কুর্ণিস্‌ করে যাক্‌ বেটী চলে।

(কুর্ণিস্‌ করাইয়া দাসীকে বিদায়।)

দাসী।

দুয়ারে রাণী মা দাঁড়িয়ে আছে কে,
বড় লোকের ঝি মনে হয় দেখে!

ক্ষীরো।

এসেছে কি হাতী কিম্বা রথে?

দাসী।

মনে হল যেন হেঁটে এল পথে।

ক্ষীরো।

কোথা তবে তার বড়লোকত্ব?

দাসী।

রাণীর মতন মুখটি সত্য!

ক্ষীরো।

মুখে বড়লোক লেখা নাহি থাকে,
গাড়ি ঘোড়া দেখে চেনা যায় তাকে।

মালতীর প্রবেশ।

মালতী।

রাণী কল্যাণী এসেছেন দ্বারে
রাণীজির সাথে দেখা করিবারে!

ক্ষীরো।

হেঁটে এসেচেন?

মালতী।

শুনছি তাই ত!

ক্ষীরো।

তাহলে হেথায় উপায় নাইত!
সমান আসন কে তাহারে দেয়?
নীচু আসনটা সেও অন্যায়!
এ এক বিষম হল সমিস্যে,
মীমাংসা এর কে করে বিশ্বে?

১ মা।

মাঝখানে রেখে রাণীজির গদি
তাহার আসন দূরে রাখি যদি!

২ য়া।

ঘুরায়ে যদি এ আসনখানি
পিছন ফিরিয়া বসেন রাণী!

৩ য়া।

যদি বলা যায় ফিরে যাও আজ,
ভাল নেই বড় রাণীর মেজাজ!

ক্ষীরো।

মালতী?

মালতী।

আজ্ঞে।

ক্ষীরো।

কি করি উপায়?

মালতী।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যদি সারা যায়
দেখা শোনা, তবে সব গোল মেটে।*

ক্ষীরো।

এত বুদ্ধিও আছে তোর পেটে!
সেই ভাল! আগে দাঁড়া সার বাঁধি
আমার একশো পঁচিশটে বাঁদী!
ও হল না ঠিক,—পাঁচ পাঁচ করে
দাঁড়া ভাগে ভাগে,—তোরা আয় সরে,—
না না এই দিকে,—না না কাজ নেই,
সারি সারি তোরা দাঁড়া সাম্‌নেই,—
না না তা হলে যে মুখ যাবে ঢেকে
কোণাকুণি তোরা দাঁড়া দেখি বেঁকে।
আচ্ছা তা হলে ধরে হাতে হাতে
খাড়া থাক্ তোরা একটু তফাতে!
শশি, তুই সাজ্ ছত্রধারিণী,
চামরটা নিয়ে দোলাও তারিণী!
মালতী!

মালতী।

আজ্ঞে!

ক্ষীরো।

এইবার তারে

ডেকে নিয়ে আয় মোর দরবারে!

(মালতীর প্রস্থান)

কিনি বিনি কাশী স্থির হয়ে থাকো,
খবর্দ্দার্ কেউ নোড়ো চোড়ো নাকো!
মোর দুই পাশে দাঁড়াও সকলে
দুই ভাগ করি।

কল্যাণী ও মালতীর প্রবেশ।

কল্যাণী।

আছত কুশলে!

ক্ষীরো।

আমার চেষ্টা কুশলেই থাকি,
পরের চেষ্টা দেবে মোরে ফাঁকি,
এই ভাবে চলে জগৎসুদ্ধ
নিজের সঙ্গে পরের যুদ্ধ!

কল্যাণী।

ভাল আছ বিনি?

বিনি।

ভালই আছি মা,
ম্লান কেন দেখি সোনার প্রতিমা?

ক্ষীরো।

বিনি করিস্‌নে মিছে গোলযোগ,
ঘুচ্‌লনা তোর কথা-কওয়া রোগ?

কল্যাণী।

রাণী, যদি কিছু না কর মনে,
কথা আছে কিছু কব গোপনে!

ক্ষীরো।

আর কোথা যাব, গোপন এই ত,
তুমি আমি ছাড়া কেহই নেইত।
এরা সব দাসী, কাজ নেই কিছু,
রাণীর সঙ্গে ফেরে পিছু পিছু।
হেথা হতে যদি করে দিই দূর
হবে না ত সেটা ঠিক দস্তুর!
কি বল মালতী?

মালতী।

আজ্ঞে তাইত
দস্তুর মত চলাই চাইত!

ক্ষীরো।

সোনার বাটাটা কোথায় কে জানে।
খুঁজে দেখ্ দেখি!

দাসী।

এই যে এখানে!

ক্ষীরো।

ওটা নয়, সেই মুক্তো-বসানো
আরেকটা আছে সেইটেই আনো।

অন্য বাটা আনয়ন।

খয়েরের দাগ লেগেছে ডালায়,
বাঁচিনে ত আর তোদের জ্বালায়!
তবে নিয়ে আয় চুনীর সে বাটা,
না না নিয়ে আয় পান্না-দেওয়াটা!

কল্যাণী।

কথাটা আমার নিই তবে বলে।
পাঠান বাদ্‌শা অন্যায় ছলে
রাজ্য আমার নিয়েছেন কেড়ে,—

ক্ষীরো।

বল কি! তা হলে গেছে ফুল্‌বেড়ে,
গিরিধরপুর, গোপাল নগর,
কানাইগঞ্জ—

কল্যাণী।

সব গেছে মোর!

ক্ষীরো।

হাতে আছে কিছু নগদ টাকা কি?

কল্যাণী।

সব নিয়ে গেছে, কিছু নেই বাকি।

ক্ষীরো।

অদৃষ্টে ছিল এত দুখ তোর!
গয়না যা ছিল হীরে মুক্তোর,
সেই বড় বড় নীলার কণ্ঠী
কানবালা যোড়া বেড়ে গড়নটি,
সেই মেয়ে চুনীর পাঁচনলীহার
হীরে দেওয়া সাঁথি লক্ষ টাকার,
সে গুলো নিয়েছে বুঝি লুটে পুটে?

কল্যাণী।

সব নিয়ে গেছে সৈন্যেরা জুটে।

ক্ষীরো।

আহা তাই বলে ধনজনমান
পদ্মপত্রে জলের সমান!
দামী তৈজস ছিল যা পুরোণো
চিহ্নও তার নেই বুঝি কোনো?
সেকালের সব জিনিষপত্র
আসাসোটাগুলো চামরছত্র
চাঁদোয়া কানাৎ, গেছে বুঝি সব?
শাস্ত্রে যে বলে ধন বৈভব
তড়িৎ সমান, মিথ্যে সে নয়!

এখন তাহলে কোথা থাকা হয়?
বাড়িটাত আছে?

কল্যাণী।

ফৌজের দল
প্রাসাদ আমার করেছে দখল।

ক্ষীরো।

ওমা ঠিক এ যে শোনায় কাহিনী,
কাল ছিল রাণী আজ ভিখারিণী।
শাস্ত্রে তাই ত বলে সব মায়া,
ধনজন তালবৃক্ষের ছায়া!
কি বল মালতী?

মালতী।

তাইত বটেই
বেশি বাড় হলে পতন ঘটেই!

কল্যাণী।

কিছু দিন যদি হেথায় তোমার
আশ্রয় পাই, করি উদ্ধার
আবার আমার রাজ্যখানি;
অন্য উপায় নাহিক জানি!

ক্ষীরো।

আহা, তুমি রবে আমার হেথায়
এ ত বেশ কথা, সুখেরি কথা এ!

১ ম্না।

আহা কত দয়া!

২ য়া।

মায়ার শরীর!

৩ য়া।

আহা, দেবী তুমি, নও পৃথিবীর!

৪ র্থা।

হেথা ফেরেনাক অধম পতিত,
আশ্রয় পায় অনাথ অতিথ!

ক্ষীরো।

কিন্তু একটা কথা আছে বোন্!
বড় বটে মোর প্রাসাদ ভবন
তেমনি যে ঢের লোকজন বেশী
কোন মতে তারা আছে ঠেসাঠেসি!
এখানে তোমার জায়গা হবে না
সে একটা মহা রয়েছে ভাবনা।
তবে কিছু দিন যদি ঘর ছেড়ে
বাইরে কোথাও থাকি তাঁবু পেড়ে—

১ ম্না।

ওমা সে কি কথা!

২ য়া।

তা হলে রাণীমা

রবে না তোমার কষ্টের সীমা !

৩ য়া ।

যে-সে তাঁবু নয়, তবু সে তাঁবুই,
ঘর থাক্‌তে কি ভিজ্‌বে বাবুই ?

৫ মা ।

দয়া করে কত নাব্‌বে নাবোতে,
রাণী হয়ে কি না থাক্‌বে তাঁবুতে ?

৬ ষ্ঠা ।

তোমার সে দশা দেখ্‌লে চক্ষে
অধীনগণের বাজ্‌বে বক্ষে !

কল্যাণী ।

কাজ নেই রাণী সে অসুবিধায়,
আজকের তবে লইনু বিদায় !

ক্ষীরো ।

যাবে নিতান্ত । কি কর্‌ব ভাই
ছুঁচ ফেলবার জায়গাটি নাই !
জিনিষপত্র লোক-লস্করে
ঠাসা আছে ঘর—কারে ফস্ করে
বস্‌তে বলি যে তার যো-টি নেই !
ভাল কথা ! শোন, বলি গোপনেই,—
গয়নাপত্র কৌশলে রাতে

ছ দশটা যাহা পেরেছ সরাতে
মোর কাছে দিলে রবে যতনেই।

কল্যাণী।

কিছুই আনিনি, শুধু হের এই
হাতে দুটি চুড়ি, পায়েতে নূপুর।

ক্ষীরো।

আজ এস তবে বেজেছে দুপুর ;—
শরীর ভাল না, তাইতে সকালে
মাথা ধরে যায় অধিক বকালে!
মালতী।

মালতী।

আজ্ঞে!

ক্ষীরো।

জানে না কানাই
মানের সময় বাজ্‌বে শানাই?

মালতী।

বেটারে উচিত করব শাসন!

কল্যাণীর প্রস্থান।

ক্ষীরো।

তুলে রাখ মোর রত্ন আসন,—
আজকের মত হল দরবার।
মালতী!

মালতী।

আজ্ঞে!

ক্ষীরো।

নাম করবার

মুখ ত দেখ্‌লি!

মালতী।

হেসে নাহি বাঁচি,—

ব্যাং থেকে কেঁচে হলেন ব্যাঙাচি!

ক্ষীরো।

আমি দেখ বাছা নাম-করাকরি,
যেখানে সেখানে টাকা-ছড়াছড়ি,
জড় করে’ দল ইতর লোকের
জাঁকজমকের লোক-চমকের
যত রকমের ভণ্ডামি আছে
ঘেঁসিনে কখনো ভুলে তার কাছে!

১ মা।

রাণীর বুদ্ধি যেমন সারালো,
তেম্‌নি ক্ষুরের মতন ধারালো!

২ মা।

অনেক মূর্খে করে দান ধ্যান,
কার আছে হেন কাণ্ডজ্ঞান!

৩য়।

রাণীর চক্ষে ধুলো দিয়ে যাবে
হেন লোক হেন ধুলো কোথা পাবে?

ক্ষীরো।

থাম্ থাম্ তোরা রেখে দে বকুনি
লজ্জা করে যে নিজগুণ শুনি!
মালতী!

মালতী।

আজ্ঞে!

ক্ষীরো।

ওদের গয়না
ছিল যা এমন কাহারো হয় না!
দুখানি চুড়িতে ঠেকেছে শেষে
দেখে আমি আর বাঁচিনে হেসে!
তবু মাথা যেন নুইতে চায় না,
ভিখ্ নেবে তবু কতই বায়না!
পথে বের হল পথের ভিখিরী
ভুল্‌তে পারে না তবু রাণীগিরি!
নত হয় লোক বিপদে ঠেক্‌লে
পিত্তি জ্বলে যে দেমাক্ দেখ্‌লে!
আবার কিসের শুনি কোলাহল?

মালতী।

দুয়ারে এসেছে ভিক্ষুকদল।
আকাল পড়েছে, চালের বস্তা
মনের মতন হয়নি শস্তা,
তাইতে চেঁচিয়ে থাচ্চে কানটা
বেতটি পড়লে হবেন ঠাণ্ডা!

ক্ষীরো।

রাণী কল্যাণী আছেন দাতা,
মোর দ্বারে কেন হস্ত পাতা!
বলে দে আমার পাঁড়েজি বেটাকে
ধরে নিয়ে যাক্ সকল কটাকে
দাতা কল্যাণী রাণীর ঘরে,
সেথায় আস্থক্ ভিক্ষে করে!
সেখানে যা পাবে এখানে তাহার
আরো পাঁচ গুণ মিল্‌বে আহার।

১ মা।

হা হা হা! কি মজা হবেই না জানি!

২ য়া।

হাসিয়ে হাসিয়ে মারলেন রাণী!

৩ য়া।

আমাদের রাণী এতও হাসান্!

৪র্থা।

দু চোখ চক্ষু জলেতে ভাসান্!

দাসীর প্রবেশ।

দাসী।

ঠাকরুণ এক এসেছেন দ্বারে
হুকুম পেলেই তাড়াই তাঁহারে!

ক্ষীরো।

না না ডেকে দে না! আজ কি জন্ত
মন আছে মোর বড় প্রসন্ন!

ঠাকুরাণীর প্রবেশ।

ঠাকুরাণী।

বিপদে পড়েছি তাই এনু চলে!

ক্ষীরো।

সে ত জানা কথা! বিপদে না পলে
শুধু যে আমার চাঁদ মুখখানি
দেখ্‌তে আসনি সেটা বেশ জানি!

ঠাকুরাণী।

চুরি হয়ে গেছে ঘরেতে আমার—

ক্ষীরো।

মোর ঘরে বুঝি শোধ নেবে তার!

ঠাকুরাণী।

দয়া করে যদি কিছু কর দান
এ যাত্রা তবে বেঁচে যায় প্রাণ!

ক্ষীরো।

তোমার যা কিছু নিয়েছে অন্যে
দয়া চাও তুমি তাহার জন্যে!
আমার যা তুমি নিয়ে যাবে ঘরে
তার তরে দয়া আমায় কে করে?

ঠাকুরাণী।

ধনসুখ আছে যার ভাণ্ডারে
দানসুখে তার সুখ আরো বাড়ে!
গ্রহণ যে করে তারি হেঁট মুখ,
দুঃখের পরে ভিক্ষার দুখ।
তুমি সক্ষম আমি নিরুপায়
অনায়াসে পার ঠেলিবারে পায়;
ইচ্ছা না হয় নাই কোরো দান
অপমানিতেরে কেন অপমান?
চলিলাম তবে, বল দয়া করে
বাসনা পূরিবে গেলে কার ঘরে?

ক্ষীরো।

রাণী কল্যাণী নাম শোন নাই?

দাতা বলে তাঁর বড় যে বড়াই!
এইবার তুমি যাও তাঁরি ঘরে
ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে এস ভরে,
পথ না জান ত মোর লোক জন
পৌঁছিয়ে দেবে রাণীর ভবন।

ঠাকুরাণী।

তবে তথাস্তু! যাই তাঁরি কাছে।
তাঁর ঘর মোর খুব জানা আছে!
আমি সে লক্ষ্মী, তোর ঘরে এসে
অপমান পেয়ে ফিরিলাম শেষে!
এই কথা ক'টি করিয়ো স্মরণ—
ধনে মানুষের বাড়ে নাক মন।
আছে বহু ধনী আছে বহু মানী
সবাই হয় না রাণী কল্যাণী!

ক্ষীরো।

যাবে যদি তবে ছেড়ে যাও মোরে
দস্তুরমত কুর্ণিস্ করে!
মালতী! মালতী! কোথায় তারিণী!
কোথা গেল মোর চামরধারিণী!
আমার একশো পঁচিশটে দাসী!
তৈলো কোথা গেলি বিনি কিনি কাশী!

কল্যাণীর প্রবেশ।

কল্যাণী।

পাগল হলি কি ? হয়েছে কি তোর !
এখনো যে রাত হয়নিক ভোর !
বল্ দেখি কি যে কাণ্ড কল্লি ?
ডাকাডাকি করে জাগালি পল্লী ?

ক্ষীরো।

ওমা তাইত গা ! কি জানি কেমন
সারারাত ধরে দেখেছি স্বপন !
বড় কুস্বপ্ন দিয়েছিল বিধি,
স্বপনটা ভেঙ্গে বাঁচ্‌লেম দিদি।
একটু দাঁড়াও, পদধূলি লব !
তুমি রাণী আমি চিরদাসী তব !

২৯ শে অগ্রহায়ণ। ১৩০৪।

কর্ণ-কুন্তী সংবাদ।

কর্ণ।

পুণ্য জাহ্নবীর তীরে সন্ধ্যা-সবিতার
বন্দনায় আছি রত। কর্ণ নাম যার,
অধিরথসূতপুত্র, রাধাগর্ভজাত
সেই আমি,—কহ মোরে তুমি কে গো মাতঃ!

কুন্তী।

বৎস, তোর জীবনের প্রথম প্রভাতে
পরিচয় করায়েছি তোরে বিশ্ব সাথে,
সেই আমি, আসিয়াছি ছাড়ি সর্ব্ব লাজ
তোরে দিতে আপনার পরিচয় আজ!

কর্ণ।

দেবী তব নত-নেত্র-কিরণ-সম্পাতে
চিত্ত বিগলিত মোর, সূর্য্যকরঘাতে
শৈল তুষারের মত। তব কণ্ঠস্বর
যেন পূর্ব্বজন্ম হতে পশি কর্ণপর
জাগাইছে অপূর্ব্ব বেদনা। কহ মোরে
জন্ম মোর বাঁধা আছে কি রহস্য-ডোরে
তোমা সাথে হে অপরিচিতা!

কুন্তী।

ধৈর্য্য ধর্

ওরে বৎস, ক্ষণকাল! দেব দিবাকর
আগে যাক্ অস্তাচলে! সন্ধ্যার তিমির
আসুক্ নিবিড় হয়ে!—কহি তোরে বীর
কুন্তী আমি!

কর্ণ।

তুমি কুন্তী! অর্জ্জুন-জননী!

কুন্তী।

অর্জ্জুনজননী বটে! তাই মনে গণি'
দ্বেষ করিয়ো না বৎস! আজো মনে পড়ে
অস্ত্র পরীক্ষার দিন হস্তিনানগরে।
তুমি ধীরে প্রবেশিলে তরুণকুমার
রঙ্গস্থলে, নক্ষত্রখচিত পূর্ব্বাশার
প্রান্তদেশে নবোদিত অরুণের মত।
যবনিকা-অন্তরালে নারী ছিল যত
তার মধ্যে বাক্যহীনা কে সে অভাগিনী
অতৃপ্ত স্নেহ-ক্ষুধার সহস্র নাগিনী
জাগায়ে জর্জ্জর বক্ষে; কাহার নয়ন
তোমার সর্ব্বাঙ্গে দিল আশিষ-চুম্বন?
অর্জ্জুন-জননী সে যে! যবে কৃপ আসি
তোমারে পিতার নাম শুধালেন হাসি,

কহিলেন, "রাজকুলে জন্ম নহে যার
অর্জ্জুনের সাথে যুদ্ধে নাহি অধিকার,"—
আরক্ত আনত মুখে না রহিল বাণী,
দাঁড়ায়ে রহিলে,—সেই লজ্জা-আভাখানি
দহিল যাহার বক্ষ অগ্নিসম তেজে,
কে সে অভাগিনী! অর্জ্জুনজননী সে যে!
পুত্র দুর্য্যোধন ধন্য, তখনি তোমারে
অঙ্গরাজ্যে কৈল অভিষেক! ধন্য তারে!
মোর দুই নেত্র হতে অশ্রুবারি রাশি
উদ্দেশে তোমারি শিরে উচ্ছ্বসিল আসি
অভিষেক সাথে। হেন কালে করি পথ
রঙ্গমাঝে পশিলেন সূত অধিরথ
আনন্দ বিহ্বল। তখনি সে রাজসাজে
চারিদিকে কুতূহলী জনতার মাঝে
অভিষেকসিক্ত শির লুটায়ে চরণে
সূতবৃদ্ধে প্রণমিলে পিতৃ সম্ভাষণে!
ক্রুর হাস্যে পাণ্ডবের বন্ধুগণ সবে
ধিক্কারিল; সেইক্ষণে পরম গরবে
বীর বলি' যে তোমারে ওগো বীরমণি
আশীষিল, আমি সেই অর্জ্জুন-জননী!

কর্ণ।

প্রণমি তোমারে আর্য্যে! রাজমাতা তুমি,

কেন হেথা একাকিনী? এযে রণভূমি,
আমি কুরুসেনাপতি।

কুন্তী।

পুত্র, ভিক্ষা আছে,—
বিফল না ফিরি যেন!

কর্ণ।

ভিক্ষা, মোর কাছে!
আপন পৌরুষ ছাড়া, ধর্ম্ম ছাড়া আর
যাহা আজ্ঞা কর, দিব চরণে তোমার!

কুন্তী।

এসেছি তোমারে নিতে!

কর্ণ।

কোথা লবে মোরে?

কুন্তী।

তৃষিত বক্ষের মাঝে—লব মাতৃক্রোড়ে!

কর্ণ।

পঞ্চপুত্রে ধন্য তুমি, তুমি ভাগ্যবতী,
আমি কুলশীলহীন, ক্ষুদ্র নরপতি,
মোরে কোথা দিবে স্থান?

কুন্তী।

সর্ব্ব উচ্চভাগে,

তোমারে বসাব মোর সর্ব্বপুত্র আগে
জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমি!

কর্ণ।

কোন্ অধিকার-মদে
প্রবেশ করিব সেথা? সাম্রাজ্য-সম্পদে
বঞ্চিত হয়েছে যারা, মাতৃস্নেহধনে
তাহাদের পূর্ণ অংশ খণ্ডিব কেমনে
কহ মোরে? দ্যূতপণে না হয় বিক্রয়,
বাহুবলে নাহি হারে মাতার হৃদয়—
সে যে বিধাতার দান!

কুন্তী।

পুত্র মোর, ওরে,
বিধাতার অধিকার লয়ে এই ক্রোড়ে
এসেছিলি একদিন—সেই অধিকারে
আয় ফিরে সগৌরবে, আয় নির্ব্বিচারে,
সকল ভ্রাতার মাঝে মাতৃঅঙ্কে মম
লহ আপনার স্থান!

কর্ণ।

শুনি স্বপ্নসম
হে দেবী তোমার বাণী! হের, অন্ধকার
ব্যাপিয়াছে দিগ্বিদিকে, লুপ্ত চারিধার—
শব্দহীনা ভাগীরথী! গেছ মোরে লয়ে

কোন্ মায়াচ্ছন্ন লোকে, বিস্মৃত আলয়ে,
চেতনা-প্রত্যূষে! পুরাতন সত্যসম
তব বাণী স্পর্শিতেছে মুগ্ধচিত্ত মম।
অস্ফুট শৈশবকাল যেনরে আমার,
যেন মোর জননীর গর্ভের আঁধার
আমারে ঘেরিছে আজি! রাজমাতঃ অয়ি
সত্য হোক্ স্বপ্ন হোক্, এস স্নেহময়ী
তোমার দক্ষিণহস্ত ললাটে চিবুকে
রাখ ক্ষণকাল! শুনিয়াছি লোকমুখে
জননীর পরিত্যক্ত আমি! কতবার
হেরেছি নিশীথ স্বপ্নে, জননী আমার
এসেছেন ধীরে ধীরে দেখিতে আমায়,
কাঁদিয়া কহেছি তাঁরে কাতর ব্যথায়
জননী গুণ্ঠন খোল দেখি তব মুখ—
অমনি মিলায় মূর্ত্তি তৃষার্ত্ত উৎসুক
স্বপনেরে ছিন্ন করি! সেই স্বপ্ন আজি
এসেছে কি পাণ্ডব-জননী-রূপে সাজি
সন্ধ্যাকালে, রণক্ষেত্রে, ভাগীরথীতীরে!
হের দেবী পরপারে পাণ্ডব-শিবিরে
জ্বলিয়াছে দীপালোক,—এপারে অদূরে
কৌরবের মন্দুরায় লক্ষ অশ্বখুরে
খর শব্দ উঠিছে বাজিয়া। কালি প্রাতে

আরম্ভ হইবে মহারণ! আজ রাতে
অর্জ্জুনজননী-কণ্ঠে কেন শুনিলাম
আমার মাতার স্নেহস্বর! মোর নাম
তাঁর মুখে কেন হেন মধুর সঙ্গীতে
উঠিল বাজিয়া—চিত্ত মোর আচম্বিতে
পঞ্চপাণ্ডবের পানে ভাই বলে ধায়!

কুন্তী।

তবে চলে আয় বৎস, তবে চলে আয়!

কর্ণ।

যাব মাতঃ চলে যাব, কিছু শুধাবনা—
না করি সংশয় কিছু না করি ভাবনা!—
দেবি, তুমি মোর মাতা! তোমার আহ্বানে
অন্তরাত্মা জাগিয়াছে—নাহি বাজে কানে
যুদ্ধভেরী জয়শঙ্খ—মিথ্যা মনে হয়
রণহিংসা, বীরখ্যাতি জয়পরাজয়!
কোথা যাব, লয়ে চল!

কুন্তী।

ওই পরপারে
যেথা জ্বলিতেছে দীপ স্তব্ধ চন্দ্রাবারে
পাণ্ডুর বালুকাতটে!

কর্ণ।

হোথা মাতৃহারা

মা পাইবে চিরদিন ! হোথা ধ্রুবতারা
চিররাত্রি রবে জাগি সুন্দর উদার
তোমার নয়নে। দেবি, কহ আরবার
আমি পুত্র তব !

কুন্তী।

পুত্র মোর !

কর্ণ।

কেন তবে
আমারে ফেলিয়া দিলে দূরে অগৌরবে
কুলশীলমানহীন মাতৃনেত্রহীন
অন্ধ এ অজ্ঞাত বিশ্বে ? কেন চিরদিন
ভাসাইয়া দিলে মোরে অবজ্ঞার স্রোতে,
কেন দিলে নির্ব্বাসন ভ্রাতৃকুল হতে ?
রাখিলে বিচ্ছিন্ন করি অর্জ্জুনে আমারে,—
তাই শিশুকাল হতে টানিছে দোঁহারে
নিগূঢ় অদৃশ্য পাশ হিংসার আকারে
দুর্ণিবার আকর্ষণে ! মাতঃ, নিরুত্তর ?
লজ্জা তব, ভেদ করি অন্ধকার স্তর
পরশ করিছে মোরে সর্ব্বাঙ্গে নীরবে—
মুদিয়া দিতেছে চক্ষু !—থাক্ থাক্ তবে !
কহিয়ো না, কেন তুমি ত্যজিলে আমারে !

বিধির প্রথম দান এ বিশ্বসংসারে
মাতৃস্নেহ, কেন সেই দেবতার ধন
আপন সন্তান হতে করিলে হরণ
সে কথার দিয়োনা উত্তর! কহ মোরে,
আজি কেন ফিরাইতে আসিয়াছ ক্রোড়ে?

কুন্তী।

হে বৎস ভর্ৎসনা তোর শত বজ্রসম
বিদীর্ণ করিয়া দিক্ এ হৃদয় মম
শত খণ্ড করি! ত্যাগ করেছিনু তোরে
সেই অভিশাপে, পঞ্চ পুত্র বক্ষে করে
তবু মোর চিত্ত পুত্রহীন,—তবু হায়
তোরি লাগি বিশ্বমাঝে বাহু মোর ধায়
খুঁজিয়া বেড়ায় তোরে! বঞ্চিত যে ছেলে
তারি তরে চিত্ত মোর দীপ্ত দীপ জ্বেলে
আপনারে দগ্ধ করি করিছে আরতি
বিশ্ব-দেবতার!—আমি আজি ভাগ্যবতী,
পেয়েছি তোমার দেখা!—যবে মুখে তোর
একটি ফুটেনি বাণী, তখন কঠোর
অপরাধ করিয়াছি—বৎস, সেই মুখে
ক্ষমা কর্ কুমাতার! সেই ক্ষমা, বুকে
ভর্ৎসনার চেয়ে তেজে জ্বালুক্ অনল
পাপ দগ্ধ করে মোরে করুক্ নির্ম্মল!

কর্ণ।

মাতঃ দেহ পদধূলি, দেহ পদধূলি,
লহ অশ্রু মোর!

কুন্তী।

তোরে লব বক্ষে তুলি
সে সুখ-আশায় পুত্র আসি নাই দ্বারে!
ফিরাতে এসেছি তোরে নিজ অধিকারে!—
সূতপুত্র নহ তুমি, রাজার সন্তান,
দূর করি দিয়া বৎস সর্ব্ব অপমান
এস চলি যেথা আছে তব পঞ্চ ভ্রাতা।

কর্ণ।

মাতঃ সূতপুত্র আমি, রাধা মোর মাতা,
তার চেয়ে নাহি মোর অধিক গৌরব!
পাণ্ডব পাণ্ডব থাক্, কৌরব কৌরব—
ঈর্ষ্যা নাহি করি কারে!—

কুন্তী।

রাজ্য আপনার
বাহুবলে করি লহ হে বৎস উদ্ধার!
দুলাবেন ধবল ব্যজন যুধিষ্ঠির,
ভীম ধরিবেন ছত্র, ধনঞ্জয় বীর
সারথী হবেন রথে,—ধৌম্য পুরোহিত
গাহিবেন বেদমন্ত্র—তুমি শক্রজিৎ

অখণ্ড প্রতাপে রবে বান্ধবের সনে
নিঃসপত্ন রাজ্যমাঝে রত্ন সিংহাসনে।

কর্ণ।

সিংহাসন! যে ফিরাল মাতৃ-স্নেহ-পাশ—
তাহারে দিতেছ মাতঃ রাজ্যের আশ্বাস!
একদিন যে সম্পদে করেছ বঞ্চিত
সে আর ফিরায়ে দেওয়া তব সাধ্যাতীত!—
মাতা মোর, ভ্রাতা মোর, মোর রাজকুল
এক মুহূর্ত্তেই মাতঃ করেছ নির্ম্মূল
মোর জন্মক্ষণে! সূত-জননীরে ছলি'
আজ যদি রাজ-জননীরে মাতা বলি,—
কুরুপতি কাছে বদ্ধ আছি যে বন্ধনে
ছিন্ন করে' ধাই যদি রাজসিংহাসনে
তবে ধিক্ মোরে!

কুন্তী।

বীর তুমি, পুত্র মোর,
ধন্য তুমি! হায় ধর্ম্ম, একি সুকঠোর
দণ্ড তব! সেই দিন কে জানিত হায়
ত্যজিলাম যে শিশুরে ক্ষুদ্র অসহায়,
সে কখন বলবীর্য্য লভি কোথা হতে
ফিরে আসে একদিন অন্ধকার পথে
আপনার জননীর কোলের সন্তানে

আপন নির্ম্মম হস্তে অস্ত্র আসি হানে!
একি অভিশাপ!

কর্ণ।

মাতঃ করিয়ো না ভয়!
কহিলাম, পাণ্ডবের হইবে বিজয়!
আজি এই রজনীর তিমির-ফলকে
প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ নক্ষত্র আলোকে
ঘোর যুদ্ধ ফল! এই শান্ত স্তব্ধক্ষণে
অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে
জয়হীন চেষ্টার সঙ্গীত,—আশাহীন
কর্ম্মের উদ্যম, হেরিতেছি শান্তিময়
শূন্য পরিণাম! যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান
জয়ী হোক্ রাজা হোক্ পাণ্ডব-সন্তান—
আমি রব নিষ্ফলের, হতাশের দলে!
জন্মরাত্রে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে
নামহীন গৃহহীন—আজিও তেমনি
আমারে নির্ম্মম চিত্তে তেয়াগ' জননী
দীপ্তিহীন কীর্ত্তিহীন পরাভব পরে।
শুধু এই আশীর্ব্বাদ দিয়ে যাও মোরে
জয়লোভে যশোলোভে রাজ্যলোভে, অয়ি,
বীরের সদ্গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই!

১৫ই ফাল্গুন।